# পবিত্র প্রণয়

কাব্য।

শ্রীগোপীনাথ দাস গুপ্ত

প্রণীত

কলিকাতা

মির্জাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন দ্বারা

মুদ্রিত

সন ১২৮২ সাল

# উপহার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় শ্রীচরণেষু

সপ্রণতি বিনতি নিবেদন মিদং

আমার রচিত প্রিয়দর্শন, হিতবোধ ও নীতিগর্ভ নামক তিন খণ্ড পুস্তক দেখিয়া মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি প্রবল উৎসাহে "পবিত্র প্রণয়" নামক কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে পবিত্র প্রণয় মুদ্রিত হইয়া মহাশয়ের দৃষ্টি-প্রসাদ লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই কাব্য মহাশয়ের সন্তোষ সম্পাদনে শক্য হউক ইহাই আমার অভিলষিত কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, কি অযোগ্য ব্যক্তির গ্রন্থকারের উৎসাহ বিষদৃশ, এই কথা স্মরণ করাইয়া মহাশয়কে অসুখী করিবে, আমি ইহার কিছুই জানিনা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কোন পুস্তক পদ্যে লিখিয়া দেখি কেমন হয়, এই ইচ্ছার বশীভূত হইয়া পবিত্র প্রণয় পদ্যে লিখিয়াছি, নতুবা কবি হইব এমত দুরভিলাষ করিনাই। যদি মহাশয় ও অন্য পাঠকগণ ইহার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তবে

পুনরায় কোন পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা হইলে পদ্যে লিখিতে চেষ্টা করিব, তাহা না হইলে আমার পদ্য লিখিবার উৎসাহের আদি, মধ্য ও শেষ এই মাত্র।

মহাশয় ও পাঠকগণ মনে করিতে পারেন এই গ্রন্থের সর্ব্বাংশই কাল্পনিক, কিন্তু তাহা নহে; একটী সমূলক গল্প অবলম্বন করিয়া কেবল পবিত্র-প্রণয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাই কাল্পনিক।

কোন গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মাত্র বোধগম্য হওয়া যেমন সহজ, এই কাব্য-নিবিষ্ট পদ্য সকল সেই রূপ সহজ করিবার উদ্দেশে ইহাতে প্রচলিত অপভ্রংশ শব্দ বাহুল্য রূপে নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং এক রূপ ছন্দের পদ্য পুনঃ ২ পাঠ করিতে বিরক্তি জন্মিতে পারে এই নিমিত্তে প্রায় কোন ছন্দই দ্বিতীয় বার লিখিত হয় নাই। ইতি

সন ১২৮২ সাল তারিখ ২৬শে আষাঢ়।

নিবাস বর্দ্ধমানান্তঃপাতী শ্রীখণ্ড

অনুগতস্য শ্রীগোপীনাথ গুপ্তস্য।

যদি হয় অভিমত, সুষমার মনোরথ,
প্রস্তুত হইলে পথ, দেহ দেখাইয়া।"
শরৎ কহিল হাসি, "চাও কি সম্পদ-রাশি,
দরিদ্রে জিজ্ঞাস আসি, আকুল হইয়া?।
বিশেষ শুনাও ব'লে, প্রকাশিয়া কি কৌশলে,
গৃহ হ'তে যাবে চ'লে, গোপন করিয়া?"
বিরজা কহিল, "ছলে, তব সঙ্গে যাবে চ'লে,
কুম্ভীরে খাইল জলে, দিব রটাইয়া॥"
এ কথা কহিয়া পরে, শরতেরে সঙ্গে ক'রে,
আসি গঙ্গা তীর ধ'রে, যাইতে বলিয়া।
"অন্তরে অপেক্ষা ক'রে, সুষমা মিলিলে পরে,
চলিয়া যেও সত্বরে," কহে বুঝাইয়া॥
বিরজারে শিষ্টাচারে, কৃতজ্ঞতা জানাবারে,
শরৎ সাদরে তারে, অনেক কহিল।
বিরজা নিবারি তাঁয়, "কায নাই শিষ্টতায়,"
বলিয়া দিয়া বিদায়, বিদায় লইল॥
অনন্তর সুষমারে, সেই পথে যাইবারে,
কহিয়া জলের ধারে, আসি কাঁদি কয়।
"কে আছিস দৌড়ে আয়, আমাদের সুষমায়,
কুমীরেতে লয়ে যায়, উপায় কি হয়॥"
যে শুনে ধাইয়া আসে, কেহ গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে,
কহে রমাপতি পাশে এই সমাচার।

শুনি রমাপতি ধায়, জাল ফেলি হাতড়ায়,
শেষে হ'য়ে নিরুপায়, করে হাহাকার ॥
সকলের মনোরমা, রূপে গুণে নিরুপমা,
রমণী সুষমা সমা, ছিলনা তখন ॥
কাঁদি তথাকার লোক, অনেক করিল শোক,
রমাপতি নিরালোক দেখয়ে ভুবন ॥
এই শোক কিছু দিন, রহিল না হ'লো লীন,
কার শোক চিরদিন, সমভাবে রয় ?
তবে প্রিয়-পুত্র-শোক, আর প্রিয়-পতি-শোক,
আর প্রেয়সীর শোক, ভুলিবার নয় ॥
মা, বাপ, কন্যার তরে, কতদিন শোক করে ?
বিবাহ হয়নি পরে, কে'বা শোক করে।
দুই মাস ঘুরে এল, সকলেই ভুলে গেল,
রহিল বিচ্ছেদ-শেল, বিরজা-অন্তরে ॥

---

# তৃতীয় সর্গ।

বর, দূরে গিয়া, অপেক্ষিয়া, পাছু পানে চায়।
ক্রমে, বাড়ে রাত্রি, বরপাত্রি, দেখিতে না পায়॥
কভু, ফিরি আসে, আশে পাশে, করে অন্বেষণ।
কভু, দড় বড়ি, গাছে চড়ি, করয়ে ঈক্ষণ॥
কোন, পশু যায়, শব্দ পায়, ভাবে এই আসে।
শুষ্ক, পত্র নড়ে, উঠে পড়ে, চাহে দুই পাশে॥
যথা, হ'লে তৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণা, দেখি মৃগ ভোলে।
তথা, ভ্রান্তি হেরি, শরভেরি, ভ্রান্ত-চিত্ত দোলে॥
ভাবে "বিরজার, কি ব্যাভার, মিথ্যা কথা বলি।
করি, পরিহাস, বনবাস, পাঠাইল ছলি॥"
এই অভিমানে, সেই ক্ষণে, ফিরিবারে চায়।
কিন্তু, সন্দেহেতে, ফিরে যেতে, ফিরে অভিপ্রায়॥
"বুঝি, সে আমায়, সুষমায়, পৃথক করিবে।
এই, স্বজনের, অমতের, বিবাহ ভাঙ্গিবে॥
ইহা, বিচারিয়া, তাড়াইয়া, দিল মোরে হেথা।
গেলে, পুনরায়, থাকিবায়, নাহি দিবে সেথা॥
যদি, তাই হয়, যাওয়া নয়, তাহার ভবনে।
ভ্রমি, পথে পথে, মনোরথে, সাধিব যতনে॥
জানি, সুষমায়, সে আমায়, বড় ভালবাসে।
সে, যে, মোরে ত্যজে, অন্যে মজে, মনে না বিশ্বাসে॥

করি, সদুপায়, সে আমায়, বরিবে বরিবে।
কেহ, বাধা দিয়া, আগলিয়া, রাখিতে নারিবে॥
তবে, নারী-রীতি, অল্প ভীতি, পায় পদে পদে।
যদি, নাহি চায়, সে আমায়, ডরিয়া বিপদে॥
তবু, ছাড়ি তারে, এ আকারে, ফিরিতে নারিব।
তারে, দেখে চোখে, তারি শোকে, শরীর ত্যজিব॥
মিছা, কেন আর, এ কান্তার, ভ্রমি রাতি যায়।"
ইহা, ভাবি মনে, সেই ক্ষণে, ফিরি চলিযায়॥
পথে, যেতে যেতে, হৃদয়েতে, হলো জ্ঞানোদয়!
"এতে, বিরজার, কু আচার, থাকিবার নয়॥
বুঝি, পেয়ে বাধা, মোর রাধা, এলো না বিপিনে।
হবে, এই সত্য, সব তত্ত্ব, পাব কালি দিনে॥"
নিশি, পোহাইল, উত্তরিল, গ্রামের মধ্যেতে।
শুনে, "হায় হায়, সুবলায়, মারে কুম্ভীরেতে॥"
এই, শোক-স্বরে, থর থরে, কাঁপিয়া উঠিল।
ভাবে, "একি জ্বালা, সে অবলা, কোথায় রহিল!!
সে যে, ত্যজি ঘরে, মোর তরে, গেছে মিথ্যা নয়।
বুঝি, যেতে যেতে, বিপদেতে, বেধেছে নিশ্চয়॥
কিম্বা, পথ-ভ্রান্তা, কুল-কান্তা, ঘুরিছে কান্তারে।
কত, ভাবিতেছে, কাঁদিতেছে, না দেখি আমারে॥
ভয়ে, আছে প্রাণ, অনুমান, হয় না এমন।
কোন, হিংস্র পশু, হয় আশু, ক'রেছে হনন॥

আহা, সে অবলা, কি একেলা, রাত্রে যেতে পারে!
কেন, হাতে ধ'রে, সঙ্গে ক'রে, না নিলাম তারে!!
কোন্ পথে যাব, দেখা পাব, আছে কোন্ স্থানে।
মোর. হ'লো তাই, কোথা পাই, হারাইয়া প্রাণে॥"
খেদে, প্রাণ কাঁদে, তারে বাঁধে, ফুকুরিতে নারে।
হ'য়ে, ক্ষেপা প্রায়, বেগে ধায়, খুঁজিতে প্রিয়ারে॥
যে'তে, সেই পথে, যেই পথে, কালি গিয়াছিল।
দেখে, মাঝে তার, পথ আর, সে পথে চলিল॥
ভাবে, "বুঝি কান্তা, এই পন্থা, ধরিয়া গিয়াছে।
পথ, শেষ হ'লে, কোন্ স্থলে, অবশ্যই আছে॥"
পথে, খুঁজে যায়, যত পায়, উচ্চ নীচ স্থান।
যেন, হারা-মণি, খোজে ফণী, হইয়া অজ্ঞান॥
পথে, দেখে যারে, কহে তারে, "দেখা কি হ'য়েছে?
কোন, সুকুমারী, কুল-নারী, এই পথে গেছে?"
যদি, দেখে বন, ডাকে ঘন, সুষমে সুষমে!
পেলে, কোন গ্রাম, অবিরাম, পথে পথে ভ্রমে॥
গত, কত দিন, রাত্রি দিন, খুঁজে হারা-ধন।
ক্রমে, শীত-কাল, পেয়ে কাল, দিল দরশন॥

---

* এল শীত-কাল, প্রথমে কেমন, সরল ভাবে।
সরল যে নয়, কদিন তাহার, সারল্য যাবে?
কুটিল যেজন, সূচ হ'য়ে পশি, শুষিয়া খাবে।

কাল হ'য়ে শেষে, আপনার গুণ, আপনি গাবে ॥

প্রথম প্রথম, শরীর শিহরে, আরাম হয়।
দুদিন পরেই, হিম, জল, বায়ু, লাগায় ভয় ॥
প্রথমে সে ভয়, বাহিরে ভিতরে, সমান নয়;
ক্রমে বেড়ে উঠে, ভিতরে বাহিরে, ভেদ না রয় ॥

---

শীতে ভীত যারা, শীত এল ব'লে, ডরিয়া মরে।
তাদেরে যেমন, শীতে ধ'রে জ্বরে, সয় কি করে।
বুকে হাঁটু দিয়া, জড়ের মতন, সময় হরে।
মনে মনে করে, যাই সেথা, যেথা শীতে না ধরে।

---

কুঁজা হয়ে পড়ে, দীঘল শরীর, শীতের বায়;
তেলাল গোলাল, শরীর ফাটিয়া, চটিয়া যায় ॥
কত তরু, লতা, হয় জড় সড়, শোভা না পায়।
কত পশু, পাখী, এমন হয় যে, চেনাই দায় ॥

---

শরৎ-সম্ভব, শস্য যত সব, উঠিল পেকে।
শীতের খন্দ, শিশির পাইয়া, বাড়িল জেঁকে ॥
ফাক হলো মাঠ, কি করে সে জাঁক, কে তায় দেখে
বরঞ্চ খামারে, শস্যের শোভায়, নয়ন ঠেকে ॥

---

প্রত্যুষ সময়ে, শিশিরের ফোঁটা, পল্লব ঘাসে।
থিতে সুন্দর, কিছুকাল মন, হরিতে আসে॥
একালে কুআসা, কোথা হ'তে আসি, ভুবনগ্রাসে।
আঁধারের প্রায়, ঢেকে ফেলে যাহা, থাকয়ে পাশে॥

---

নি কেবল, অনল, তপন, সুধার প্রায়।
গরম বসন, কুঠুরে ভবন, আদর পায়॥
বড় ছোট দিন, কাযে কুলায়না, বড়ই দায়।
রজনী কিন্তু, বড় হ'য়ে বড়, সুখ বিলায়॥

---

এখন বসন, পরি, সবে আশা, মিটায়ে লয়।
পরিতে যেমন, আরাম, তেমনি, আমোদ হয়॥
পরা চেয়ে আরো, আমোদ দেখিতে, নগর ময়।
নানা জাতি লোক, নানা জাতি বাস, পরিয়া রয়॥

---

বড়ই অসুখী, বসন যাহারা, কিনিতে নারে।
অনল তপন, সেবিয়া তাহারা, সময় সারে॥
হুতোবাবু যারা, বাবুগিরি ছেড়ে, দিতে কি পারে।
পাছুরী শোভেনা, উড়ানীউড়ায়ে হাসায়ে মারে॥

---

কোন কোন দেশে, নারীগণ মাঝে, আছে এ ধারা।
এক বাসে সদা, শীত কাটে, হয়, কাঁপিয়া সারা॥

সকালে সন্ধ্যায়, যত গৃহ-কায, করয়ে তারা।
আহা, এই কালে, সুষমা কোথায়, হইল হারা ॥

---

কোথা সে অবলা, সত্বরে তাহার, উদ্দেশ করি।
বিপদের সীমা, নাহি যে তাহার, মরিয়ে মরি ॥
প্রাণে নাহি সয়, সে যে দুঃখ সয়, শরীর ধরি।
সে যে অন্য নয়, শরতের প্রেম-সুখের তরি ॥

করিয়া যতন, দেখি সে রতন, কোথায় পাই।
আকরের নয় কিনিবার নয়, কাহারে চাই ॥
ভুবনের মাঝে, তেমন রতন, আর যে নাই।
বিধিত তাহারে, হারালে বাঁচেনা, ভরসা তাই ॥

---

চতুর বিধাতা, লোকের আগ্রহে, কৌতুক পায়।
তাই এ বিরহ, ঘটায়ে দিয়েছে, নহে এ দায় ॥
জগতে ত্রিযামা, চন্দ্রমায় অমা, ঘটনা প্রায়।
সুষমা-বিরহ, চিরস্থায়ী নয়, ভাবে বুঝায় ॥

---

আহা নববালা, বড় আশা করে,
করে অভিসার, অনুরাগ ভরে,
পাছু নিলি কেন, ওরে বালাই ?
শরৎ যে পথে, খুঁজিতে চলিল,

সুষমা সে পথে, প্রথমে আইল,
এসে দেখে কই, শরৎ নাই !!
কাপড়ে পড়িয়া, ঘুরিতে লাগিল
ব্যাকুল হইয়া, কতই খুঁজিল,
কোথা পাবে সেত, নাহিক তথা।
না পেয়ে শরতে, পালটি আসিয়া,
চলিল দ্বিতীয়, পদবী ধরিয়া,
আইল শরৎ অশোকে যথা ॥
যখন সুষমা, এপথ ধ'রেছে,
তারি কিছু আগে, শরৎ ফিরেছে,
তাই পরস্পর, দেখা না হল।
এদিগেও নাই, শরতের দেখা,
ভাবিলে "এখন, কোথা যাই একা,"
মনে মনে হলো, বড়ই ভয় ॥
কি করে, চলিল সাহসের ভরে,
কাঞ্চনে খুঁজিতে, অন্ধকার ঘরে,
তাও তথা হ'তে, গিয়াছে স'রে।
বহুদূরে যায়, দেখা নাহি পায়,
ভাবে রামা "একি, করিলাম হায়,
সঙ্গ ছাড়ি কেন, এলাম পরে ॥
বুঝি নাথ কোন, বিপথে প'ড়েছে,
অথবা কোথায়, গোপনে র'য়েছে;

ডাকিলে উত্তর, পাইতে পারি।
কি ক'রে ডাকি বা, ছাড়িয়া গলায়;
ফুকারিলে কেহ, চিনিবে আমায়,
কি, করি যে দেখি, বিপদ ভারি ॥
যদি দেখা নাহি, হয় তাঁর সনে,
কি করিব কিবা, হবে পরক্ষণে,
ভালের লিখন, এই কি ছিল?
গৃহ ছাড়িলাম, যাহার আশায়,
তারে না পেলাম কি হবে দশায়,
কেন বিধি মোরে, এ দুখ দিল?"
ভয়ে চারিদিগে, অকুল দেখিল,
হিয়া দুর দুর, করিতে লাগিল,
বুক ভিজে গেল, নয়ন-জলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে, ভাবে মনে মনে,
"দেখা না হইল, কেন কি কারণে,
আসি কি আবার, গিয়াছে চ'লে?
আসি হেথা বুঝি, মোরে না দেখিয়া,
আসিয়াছি কি না, জানিতে ফিরিয়া,
গিয়াছে, এইত, মনেতে লয়।
আমারে কুম্ভীরে, করিয়াছে গ্রাস,
একথা শুনিলে, হইবে বিশ্বাস,
এখনি আসিবে, রবার নয় ॥"

## তৃতীয় সর্গ।

এই আসে, এই আসে, হয় মনে,
চাহি দেখে পথ, শতবার ক্ষণে,
সে আশাও ক্রমে, বিফলা হয়।
ভাবিল, "তবেকি, ফিরিয়া চলিব,
গৃহেতে কি সুখে সুখিত হইব?
গৃহ হ'তে সে ত পাবার নয়॥
তারে না পাইলে, গৃহে কি করিব,
দেশদেশান্তরে, তারে অন্বেষিব,
এভাবে জীবন, করিব ক্ষয়।
অথবা বনেতে, কুটির বাঁধিয়া,
ভাবিব তাহারে, যোগিনী হইয়া,
পিরীতের রীতি, এইত হয়॥
কিন্তু এ বিরহ, কেমনে সহিব,
যদিন বাঁচিব, ভাবিয়া মরিব,
কেনবা বাঁচিতে, বাসনা করি।
একে বিরহিণী, একাকিনী তায়,
বিপদে বারিব, কার ভরসায়?
বিপদে না ম'রে, আপনি মরি॥
এতক্ষণ আশা, সঙ্গিনী আছিল,
কত চলিয়াছি, ভয় না লাগিল,
একাকিনী করি, সেও যে যায়!
মন তুমি আর, মোর এবে নও,

যারে ভাবিতেছ, তারে ভাবি রও,
  প্রাণ যাও আর, রবে কোথায় ?।
খুঁজিয়া তাহারে, না পাই যদি রে,
ভেবেছ কি তবে, রাখিব শরীরে ?
  কেন জেনে শুনে, যাবে আঘাতে।
কি আশায় মায়া, শরীরে রবিবে ?
রহিলেও আজ, হিংস্রকে ছাড়িবে ?
  তাহ'লে কি আর, পাবে লুকাতে ?।
না হ'তে মিলন, হইল বিরহ,
কোন্ পাপে এত, করিছে নিগ্রহ,
  এ নিগ্রহ কেন, সহিব আর ?
কিন্তু মরণেও, সুখ না হইল,
আমি মরিতেছি, সেত না জানিল,
  আশা রবে, দুখ হবে যে তার !।
পুরুষের মন, বুঝিবার তরে,
মিলিবে উপায়, আছে বহুতরে
  আমার উপায়, কিছুই নাই !
এখনো রয়েছি, দেখিনা খুঁজিয়া,
কই, দরশন হ'লোনা বাঁচিয়া,
  এসো আশা, যদি, মরিয়া পাই !।"
শরতের রূপ, হৃদয়েতে ধ'রে,
চলিল সুষমা, মরিবার তরে,

ঐ দিগে যামিনী, প্রভাত হয়।
যামিনী কামিনী, মারীর মরণ,
দেখিতে না পারি, করিল গমন,
এই ভাব যেন, মনেতে লয়॥
নলিনী-নায়ক, পাইল দেখিতে,
মলিনী-প্রায়, কে, আসিছে মরিতে,
প্রকাশিল কেহ, দেখে বাসনা।
ভানু না ভাবিল, তাহাই হইল,
কোন মহাজন, দেখিতে পাইল,
তাহে সুষমার, মরা হ'লোনা॥

সুসমার মরিবার, বাসনার, সঙ্গে।
যেন বাধা, ছিল বাঁধা, দিল বাধা, রঙ্গে॥
হঠাৎকার, এক ধার, অন্ধকার, ক'রে।
অশ্বচারী, অস্ত্রধারী, আসে সারি, ধ'রে॥
চট চট, খট খট, ঘট ঘট, শব্দ।
শোনে কাণে, যে যেখানে, সে সেখানে, স্তব্ধ॥
হ্রেষারবে, দিক সবে, প্রতিরবে, ভরে।
বায়ু ফুড়ি, ধূলিউড়ি, দিগযুড়ি ধরে॥
খর-শাণ, অসিবাণ, দেখে প্রাণ, ডরে।
বীরগণ, বেগে মন, আকর্ষণ, করে॥
সেই সাজে, মাঝে মাঝে, কেহ ভাঁজে, অসি।

কেহ শরে, লক্ষ্য করে, অশ্বোপরে বসি ॥
ওই গেল, এই এল, প'ড়েগেল, রব।
দূরে থাকি, মুদে আঁখি, পশু পাখী, সব ॥
পাখী কত, শত শত, পশুযত, চরে।
খেয়ে তীর, শিকারীর, মৃত্যুস্থির, করে ॥
অকস্মাৎ, কি উৎপাৎ, দৃষ্টিপাৎ, করে।
ভয়াবহ, সমারোহ, ভেবে মোহ, ধরে ॥
যে জীবনে বিসর্জ্জনে, প্রতিক্ষণে, ব্যস্ত।
দেখে ভয়ে, প্রাণ ল'য়ে, সেও ভয়ে, ত্রস্ত ॥
মৃগয়ার, এ ব্যাপার, সুষমার, পক্ষে।
অত্যাচার, ভাবে তার, মন আর, চক্ষে ॥
এতক্ষণ, বীরগণ, অন্য-মন, থেকে।
এইবার, সুষমার, সে আকার, দেখে ॥
দলস্বামী, নিম্নে নামি, মৃদুগামী, হ'য়ে।
কাছে আসে, সমাশ্বাসে, স্নেহ ভাসে, ক'য়ে ॥
জিজ্ঞাসয়, "পরিচয়, যোগ্য হয়, কহ।
কারো নারী, কি কুমারী, কি আচারি, রহ ॥
কিকারণ, নিজ জন, একজন, নাই।
একাকিনী, অনাথিনী, কেন জানি, তাই ?।"
সুষমার, ধার্য্য আর, অন্য কার, সনে।
দেখা হয়, কথা কয়, ইচ্ছা নয় মনে ॥

কিন্তু তার, এড়াবার, পথ আর, কই ;
মনে ভাবে, "না সুধাবে, মুকভাবে, রই ॥"
আগন্তুক, সকৌতুক, চাহে মুখ, ক্ষণে ।
কথা নাই, কেন নাই ? ভাবে তাই, মনে ॥
'বোবা হবে," বুঝি ভেবে, সঙ্গীদের, কয় ।
"যত্ন ক'রে, অশ্বোপরে, তুলি ধ'রে, লয় ॥
বিদেশিনী, একাকিনী, একাকিনী, পেলে ।
দুষ্টে পরে, নষ্টকরে, মোরা ঘরে গেলে ॥
দেখে মুখ, ধরে দুখ, কেন দুখ, সবে ?
যাই ল'য়ে, মন্দালয়ে, কন্যা হ'য়ে, রবে ॥"
এ কথায়, সুষমায়, মুক্তপ্রায়, করে ।
থরথরি, কাঁপে ডরি, হরি হরি, স্মরে ॥
"কি ভাবিনু কি করিনু, কি হইনু, হায় !"
ইহা ভাবি, চিন্তে ভাবী, অনুভাবি, দায় ॥
ভাবি পরে, স্থির করে, "এরি ঘরে, যাই ।
যথা হোক, ত্যজি শোক, পরলোক, চাই ॥
বোবা ভাণে, মানে মানে, যথাস্থানে, লবে ।
মনে যাহা, আছে তাহা, পেলে রাহা, হবে ॥
কথা ব'লে, ভাল হ'লে, গণ্ডগোলে, ডঙ্কা ।
সতীত্বের, বিঘ্ন ঢের, বিপদের, শঙ্কা" ॥
এ বিচার, সুষমার, মনে আর, প্রাণে ।
নাহি জানে, অশ্বীগণে, বোবা জ্ঞানে, আনে ॥

অশ্বচারী, সঙ্গে নারী, বীর-নারী, সাজে।
চলে যেন, শক্তি সহ, সুরগণ, মাঝে।

---

বিরহ কি নিদারুণ: তা হ'তে আগুনে গুণ,
সুজনে যেমন।
আগুনে যাহারে ধরে, একেবারে ভস্ম ক'রে
নিভায় আপন॥
বিরহ যাহারে ধরে, ধিকি ধিকি দগ্ধ করে
নিভায়না ফুরায়না তাহার জ্বলন।
চিরকাল সমভাব, কুজনের যে স্বভাব,
কুজনেরো শত্রুভাব, ফুরায় কখন॥

---

মরি দুঃখে মন দহে, শরৎ সুষমা দোঁহে,
বিরহ দুর্জ্জন।
কোথা হ'তে কোথা আনি, দুজনাই করিল টানি,
না হ'তে মিলন॥
কি করে তাদের মন, তারাই জানে দুজন,
ভেবে মন কেঁপে ওঠে, ঝোরে দুনয়ন।
গল্পেই ভাবিছে মন, এখনি করি মিলন,
সে সময়ে থাকিলে, কি ঘটিত এমন?।

---

ইহাদের গ্রহ ফের, ঘোচে নাই আছে ঢের,

ভালের লিখন।
পেয়েছি একের দেখা, আর ছাড়িবনা একা,
হারান রতন॥
শরৎ কোথা এখন, দেখি ক'রে অন্বেষণ
রতন পেয়েছি সূত্রে পাবই এখন।
বুঝি আজ দুঃখ শেষ, খুঁজিতে হ'লোনা ক্লেশ,
এই সে সুষমা দেখে, সুষমা-রঞ্জন॥

---

বিধি হ'য়ে অনুকূল, শরতেরে দিল কূল
অকূল-পাথারে।
নানাস্থান ভ্রমি একা, শেষেতে পাইল দেখা,
কাশীমবাজারে॥
যে আনিল সুষমায়, বিচারক সে তথায়,
তার অন্তঃপুর মাঝে, বাতায়ন দ্বারে।
সুষমা বসিয়া ছিল, শরতেরে দেখা দিল,
শরৎ দাঁড়ায়ে নিম্নে, পথের মাঝারে॥

---

হঠাৎ আঁধার ঘরে, আলোক দেখিলে পরে,
সন্তোষ যেমন।
শরতে দেখিয়া পথে, সুষমার হৃদি-রথে,
আনন্দ তেমন॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে পাকে, অভাগা যেমন থাকে,

শরৎ তেমনি ভাবে করিতে ভ্রমণ।
হলে পুনঃ ভাগ্যোদয়, অভাগা কি সুখী হয়?
শরৎ সুষমা দেখে, হইল এমন॥

---

চারি চক্ষে দেখা দেখী, উভয়ে ভাবিল এ কি,
সত্য কি স্বপন?
সুখের বেগের প্রায়, নয়ন-জল-ধারায়,
ভিজিল বসন॥
শরৎ কহিল "সে, কি, এতেও ভদ্রতা দেখি!
সে, কি, পরধন হরা ভেবেছ দূষণ?"
সুষমা কহে "জীবন! জানিতে হবে মিলন,
তাই যাও নাই? গেলে পেতেনা এ ধন॥"

এরূপ মিলন সঙ্গে, যত সুখ এলো রঙ্গে,
ভুঞ্জে পরস্পরে।
বিবরিয়া পূর্ব্ব-কথা, উভয়ে জানায় ব্যথা,
উভয়-গোচরে॥
সাক্ষাতে পাইলে কর্ত্তা, দুষ্টের দৌরাত্ম্য-বার্ত্তা,
ভীরুজনে যে প্রকার অভিযোগ করে।
সেই মত উভয়ের, বিরহেতে বিরহের,
অত্যাচার-বার্ত্তা দোঁহে কহে আর্ত্ত-স্বরে॥

উজ্জ্বল করিয়া পথ বাতায়ন,
শরৎ সুষমা করে আলাপন,
হর গৃহিণী অলক্ষ্যে থাকিয়া, দেখিল শুনিল সব।
ডাকিয়া কর্ত্তায় কহে বিবরিয়া,
"আনিয়াছ যায় মৃগয়ায় গিয়া,
বোবা নয় সে, যে, সাজিয়াছে বোবা, একি একি অসম্ভব !
পরম-সুন্দর, যুবা এক জন,
চলি যায় পথে, করি দরশন,
কত সুখী হলো, বলিতে পারিনা, সেও সুখী দেখি তায়।
জ্ঞান হয় এই, নারী-পরিচয়,
সাধারণ প্রায়, সাধারণ নয়,
যুবাজন কেহ, হইবে উহার অনুভবে বুঝাযায়॥"
গৃহিণীর মুখে, এ সব ভারতী,
শুনিয়া কৌতুকী, হয় গৃহপতি,
গৃহিণী চিনায়ে দিল, যুবকেরে, ডাকি আনে সমাদরে ;
বসিতে বলিলে, শরৎ বসিল,
সভ্যজনোচিত, মাননা করিল,
গুণ আছে, ভাব দেখি সবে বোঝে; রূপেত মোহিত করে।
পরে বিচারক, জিজ্ঞাসিল তারে,
"কে তুমি স্বরূপ, কহিবে আমারে,
যে নারীর সহ, আলাপ করিলে, বল তারো পরিচয় ?
একাকিনী তায়, পেয়েছি বিজনে,

তত্ত্ব তার জানি, বড় ইচ্ছা মনে,
মূক ভাবে সেত গোপনে রেখেছে, তুমি কহ সমুদয়।
বুঝিল শরৎ, "না কহিলে নয়"॥
সরল ভাবেতে, কহে পরিচয়,
নিজ পরিচয়, প্রথম হইতে, প্রথমে প্রকাশ করি।
পরে সুষমার, নাম ধাম সহ,
প্রণয়, সন্তান বিপদ, বিরহ,
আপাত-মিলন পূর্ব্বাপর কথা, কহিলা সব বিবরি॥
আনুপূর্ব্বী সব, আশ্চর্য্য ঘটনা,
শুনিলা হইয়া, অবহিত-মনা,
চমকি উঠিয়া কহে বিচারক, "তোমরাই ঠিক সেই!
প্রতিজ্ঞা আমার, তোমাদের প্রেমে,
যত বাধা আছে ঘুচাইব ক্রমে,
দত্তরা'র বিবাহ, গৃহী হবে সুখে, কেন কষ্ট পাবে ভ্রমি"
অনন্তর ডাকি, আনি সুষমায়,
জিজ্ঞাসিলা, "বাছা কহ সে কথায়,
কেন বোবা হ'য়ে আছ কষ্ট স'য়ে, গূঢ় হেতু কিবা তার"?
বাজিয়াছে ঢাক, লাজে কিবা করে,
তবু রামা লাজে কহে মৃদু-স্বরে,
কুতূহল-পর, শ্রোতার মণ্ডলী, নীরব স্থির আকার॥
কহিলা সুন্দরী "একে সে কান্তার,
অনুবল কেহ, নাহিক আমার,

কিরূপে সতীত্ব, রাখিব ভাবিয়া, বিচারিনু মনে মনে।
নহিত কুরূপা, তাহাতে যুবতী,
দেখি যদি কারো, হয় অন্যগতি,
কহিতে তাঁহারে ঘৃণা বোধ ভেবে, তাই বোবা সাজি সেই ক্ষণে॥
পিতৃবৎ ভাব, আপনার ছিল,
সঙ্গীগণে তবু, সন্দেহ হইল,
বলিল মন, না কহ কথা, জানি, সৌন্দর্য্য বাড়ায় স্বরে।
কথায় বিপদ, ভাবিলাম আর,
কহিতে হইত, এত সমাচার,
আজি যা শুনিলে, তখন শুনিলে তখনি পাঠাতে ঘরে॥
ফিরে ঘরে যাই, নহেত মরণ,
বিরহ না ঘোচে, ত্যজিব জীবন,
ত্যজিব জীবন, গোপন কথায়, কেন শুনাইব পরে ?
শুনি লোকে মোরে, কুলটা কহিবে,
প্রণয়ের স্থলে, কলঙ্ক রটিবে,
আমা হতে ইহা, হইবে কেমনে, কথা হরি এত স্বরে॥
বিচারক সুধু, বিচারক নয়,
প্রণয়ী প্রবীণে প্রবীণ প্রণয়,
সুধার আস্বাদ, দেবতাই জানে, কথা শুনি পুলকিত।
সম ব্যথা যার, সেই বুঝে ব্যথা,
ভাবুকেই বুঝে, ভাবুকের কথা,
সুষমা শরতে, মিলিল মরি কি, সুহৃদ্ সময়োচিত॥

বিচারক হ'য়ে, হরষিত অতি,
কহে "বাহা তুমি, বড় বুদ্ধিমতী,
সুবুদ্ধি যাহার, কায কি তাহার, আত্ম-রক্ষা হেতু পা[illegible]?
দেখি নাই আমি, আর তোমা বিনা,
বয়সে নবীনা, গুণেতে প্রবীণা,
তা না হ'লে প্রেম, বুঝেছ, কভু কি বাল-লতা ফল ধ'রে?"
এরূপে অনেক প্রশংসা করিয়া,
পরে সুষমা দোঁহারে তুষিয়া,
ডাকি অনুচরে, প্রেরিলা সত্বরে, রমাপতি নিকেতনে।
কহিদিলা তায় "ব'লো না তাহারে,
দেখিলে শুনিলে যে সব ব্যাপারে
রঙ্গেতে আনিবে, এই কথা বলি, ডাকিয়াছি প্রয়োজনে।"
যে আজ্ঞা বলিয়া চলি যায় চর,
কত ভাব ভাবে মনের ভিতর,
"যার কন্যা এত, রূপগুণ ধরে, কি জানি সেই কেমন।
এমন রতন জনমে যেখানে,
রমণীয় সেই, আসে অনুমানে,
অথবা শুধুই, সরোবরে নয়, পঙ্কলেও পদ্মবন।।"

ডাকে বিচারের পতি, ডাকে বিচারের পতি।
পরম-সৌভাগ্য মানি, আসে রমাপতি।।
তাঁরে যতন করিয়া, তাঁরে যতন করিয়া।

রাখিলেন বিচারক, ভিন্ন বাসা দিয়া ॥
শ্রান্তি শান্তির অন্তরে ২
কহিলা "যে প্রয়োজন, কহি অতঃপরে ॥
শুনি তোমার কন্যায় ২
কুম্ভীরে করেছে নষ্ট, ডুবায়ে গঙ্গায় ॥
অতি দুঃখের বিষয়, ২
কি করিবে, বিধি লিপি, খণ্ডন না হয় ॥"
কাঁদি কহে রমাপতি, ২
"নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাই, মরে সে সন্ততি ॥
সবে কন্যা সে আমার, ২
ধন্যা বংশে কন্যা, কিবা রূপ গুণ তার ॥"
করি খেদ বহু তর, ২
শোকে মগ্ন রমাপতি, হইল কাতর ॥
বিচারক পুনর্ব্বার, ২
কহিলা, "না কাঁদ, মৃত্যু হয় নাই তার ॥"
কথা শুনি রমাপতি, ২
বলে, "সে, কি, মহাশয়, সত্য এভারতী ॥?"
বিচারক হাস্য করি, ২
কহিলা, "দেখহ ওই, সুষমা সুন্দরী ॥"
ছিল পট-ব্যবধানে, ২
পট তুলি সুষমায়, ডাকিলা সেখানে ॥
করি পিতায় প্রণতি, ২

দাঁড়াইল সুষমা, সুষমা হ'লো অতি ॥
যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ, ২
রমাপতি হৃদাকাশে, প্রকাশে আহ্লাদ ॥
যেন স্বপ্নে পেয়ে শোক, ২
নিদ্রাগতে মিথ্যা ভাবি, সুখী হয় লোক ॥
রমাপতি সে প্রকার, ২
এত সুখী হইল, ইয়ত্তা নাহি তার ॥
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসিল, ২
"কহ বৎসে! বিবরণ, কিবা ঘ'টেছিল ॥"
বিচারক কহে তারে, ২
"স্থির হও সব কথা, শুনাব তোমারে ॥"
অনন্তর সুষমায়, ২
আজ্ঞা দিলা, তথা হ'তে ব্যবধানে যায় ॥
গেলে সুষমা সুন্দরী, ২
সুষমার বিবরণ, কহেন বিবরি ॥
শুনে ছিলা যে প্রকারে, ২
শরতের সহ তার, প্রণয় সঞ্চারে ॥
হ'লে প্রণয় পত্তন, ২
যে প্রকারে বিবাহের, পেয়েছে যতন ॥
যে প্রকারে চেষ্টা করি, ২
বিবাহে ব্যাঘাত ভাবি, হয় দেশান্তরী ॥
যে প্রকারে আসি পথে, ২

ছাড়া ছাড়ী হয় দোঁহে, পড়িয়া বিপথে ॥
যে প্রকারে আনি তায়, ২
গৃহেতে রাখেন, রাখে যেমন কন্যায় ॥
যে প্রকার ঘটনায়, ২
শরতের সঙ্গে দেখা, পরিচয় পায় ॥
ক্রমে করিয়া বর্ণন, ২
কহিলেন, রমাপতি, করিলা শ্রবণ ॥
শুনি কাঁপি উঠে কায়, ২
কি কহিবে রমাপতি, ভাবিয়া না পায় ॥
বিচারকের কৃপায়, ২
তারা-কন্যা পেয়ে স্তব করিলা তাঁহায় ॥
পরে কহে মৃদুস্বরে,২
"এত যে হ'য়েছে কাণ্ড, জানিব কি ক'রে ?॥
জানি বিরজার ঘরে, ২
শরৎ নামেতে যুবা, আসি বাস করে ॥
যুবা দেখিতে সুন্দর, ২
রূপ অনুরূপ গুণ, লোক-মনোহর ॥
তারে কন্যাদান তরে, ২
বিরজা কয়েক বার, অনুরোধ করে ॥
যুবা না জানে আপন, ২
বিনা পরিচয়ে, কন্যা কে করে অর্পণ ॥?
সেই হেতু কন্যা দানে, ২

অনন্ত কহিল, বিরজাও তাই জানে ॥
কন্যা ভাল বাসে তায়, ২
বিরজা এ কথা কভু, মোরে না জানায় ॥
শেষে এত ঘটিয়াছে, ২
আজি শুনিলাম সব, আপনার কাছে ॥
বিচারক জিজ্ঞাসিলা, ২
"বিবাহ করিবে কি না, ভাবিয়া দেখিলা ॥
ভাবি রমাপতি কয় ২
"এখন যে পাত্রে কন্যা, না দিলেই নয় ।
কিন্তু বিষম ব্যাপার, ২
জাতি-কুল-পিতৃ-নাম, জানিনা যুবার ॥
কেন জাতি যাওয়া কাযে, ২
কেমনে রহিব থাকি, হিন্দুয়ানী মাঝে, ॥
প্রত্যুত্তরে বিচারক, ২
কহিলা, "এ কাযে আর, না হও বাধক ॥
যদি কন্যায় না চাও; ২
চক্ষের দেখায় দেখি, ফিরি ঘরে যাও ॥
যদি কন্যা চাও তবে, ২
বিবাহ দাওগে, পরে যাহা হয় হবে ॥
জাতি হবে এই পরে, ২
জাতি জাতি মিলিয়া, করিবে এক ঘরে ॥
তাতে কি ভয় তোমার ?২

আর কন্যা পুত্র নাই, অনুরোধ কার ?
অবশেষে ভেক লবে, ২
একঘরে ঘুচি লোকে, পূজ্য হ'য়ে রবে ।।"
মুগ্ধ কন্যার মায়ায়, ২
যুক্তিতে রমাপতি, শেষে দিলা সায় ।।

---

প্রেমিক বলিয়া, প্রেমের তরে ।
বিচারক এই, যুকতি করে ।।
হইলে আপন, যুকতি এমন,
হ'ত কি ? সন্দেহ তায় ।
যারা ধর্ম্ম জাতি, কুলের লাগি,
জেনে শুনে হয়, দুঃখের ভাগী ।।
থাকে যে সমাজে, এ প্রকার কাযে,
কারবা প্রবৃত্তি ধায় ।?

নানা দেশে নানা, লোকের স্থিতি ।
সবাই মানব, বিভুর কৃতি ।।
সমাজ কারণ, আপন আপন,
গৌরব কেবা না চায় ?
ভারত সমাজে বিশেষ জাঁক ।
এক-ধর্ম্মী মাঝে, কতই থাক ।।
যত থাক থাক, তত থাক থাক,
অহঙ্কার শোভা পায় ।।

থাক যথা তথা, গোঁড়ামী সার।
ঘৃণা পরস্পর মনে সবার॥
ভিন্ন জাতি সনে, মেলেনা যতনে,
কেন? ঘৃণা হেতু তার।
একধর্ম্মী হেন, জাতি বিচার।
পৃথক ধরম, যেন সবার॥
পশু-পক্ষীগণ পৃথক যেমন,
জাতি-ভেদ সে প্রকার॥

---

স্বজাতির মাঝে, কুলের রীতি।
যার নাই শুনি, পায় সে ভীতি॥
কুলীনে অপরে, যেন দেব নরে,
কুলীনে বিচারে মনে।
যদি পশুবৎ, কুলীন হয়।
অন্য গুণবান সমান নয়॥
শত ধিক্ তায়, এরীতি-যথায়,
ধিক্ তথাকার জনে॥

---

ধর্ম্ম, জাতি, কুলে, গোঁড়া যে হয়।
পৃথিবীতে কভু, সুখী সে নয়॥
চৈতন্য কেবল, বুঝে এই গোল,
ভেক লওয়া রীতি, করে।

চলিলে এরীতি, ভারত মাঝে।
সুবিধা হইত, অনেক কাযে॥
পার্থক্য ঘুচিয়া, একতা জন্মিয়া,
সুখী হ'তো পরস্পরে॥

---

বিভিন্ন জাতিতে, হ'লে প্রণয়।
সুবিধা সুধুই, সে কথা নয়॥
ভারত ভুবনে, একতা বিহনে,
দোষ যত সব যায়।
ধর্ম্ম জাতি কুলে, গোঁড়ামী ভরে।
পরস্পর দ্বেষ, হিংসাদি করে॥
একতার সুখ, হয়েছে বিমুখ,
পুনঃ পাওয়া যায় তায়॥

---

অন্যে কানে, শুনি করয়ে রোষ।
মানবে মানবে, ছুঁইলে দোষ॥
এরূপ কারণে, বিদেশ-ভ্রমণে,
জ্ঞান-লাভ, নাহি ঘটে।
সুধু জ্ঞান-লাভ, নহে ভ্রমণে।
উদ্যোগী, সাহসী, করয়ে মনে॥
না করি ভ্রমণ, বাঁচা সে যেমন,
মণ্ডূক বাঁচয়ে বটে॥

বড় খেদ হয়, তাই সে বলি।
এই ধর্ম্ম, জাতি, কুল, সকলি॥
ছিলত পূর্ব্বেতে, এরূপ ভাবেতে,
ব্যবহার কে করিত?
দ্বেষ ঘৃণা-ভাব, ছিলনা এত,
তাই পরস্পর, সাহায্য পেত।
থাকিতনা বসি, উদ্যোগী সাহসী,
বিদেশে ভ্রমি হইত॥

---

এই গুণ ছিল, সেই কারণ।
সরল হইত, সবার মন॥
মনে বল হ'লে, শারীরিক বলে,
কদাপি বঞ্চিত হয়?
একতা, শরীর, মনের বলে।
ভারত সম কে, ছিল ভূতলে?॥
সকল ভুবন, করেছে শাসন,
ভারত এক সময়॥

---

হায়রে সে কাল, কোথায় গেল।
কি কালের পর, কি কাল এল॥
সেই সে ভারত, হ'য়ে পদানত,
বিদেশির সেবা করে?

আর সে ভারত, রঘুও নাই।
আর সে কৌরব পাণ্ডব নাই॥
রণজিৎ ছিল, সে দিন মরিল,
আর কে বা দুঃখ হরে।

পুরুষ বংশে, কাপুরুষ সবে।
আরকি ইহারা, স্বাধীন হবে।?
তা আর হয় না, যা আছে সয় না,
লালায়িত হ'তে দাস!
দাসত্বে যাহারা, সন্তোষ মানে।
স্বাধীনতা-রস, তারা কি জানে?।
বরঞ্চ সম্ভবে, আরো হীন হবে,
তা হ'তে পারে ঘাস॥

---

রমাপতি করি, ভারতে বাস।
জাতি ত্যজিবারে, করিল আশ॥
যদিও এ পণ, কন্যার কারণ,
তবু সে সাহসী হয়।
যে কারণে জাতি, ত্যজিতে চায়।
আরো সবিশেষ, কারণ পায়॥
অবশ্য এ জন, সুকঠিন পণ,
পূরিতে করেনা ভয়॥

ক্রমেতে বিশেষ কারণ তরে।
স্বাধীনতা-সুখ ভাবনা ক'রে ॥
স্বাধীনতা লাগি, হ'য়ে দুঃখ-ভাগী,
প্রাণ-পণ সুকঠিন।
রমাপতি সম, হবে যে জন।
ত্যাগে না ডরিবে, তাহার মন ॥
আপন কহিতে, প্রাণ-পণ দিতে,
চাবে হবে হেন দিন ॥

---

বড়ই ভরসা, হতেছে মনে।
ক্রমেতে এদেশী যতেক জনে ॥
গোঁড়ামী ত্যজিতে, একতা লভিতে,
পারা অসম্ভব নয়।
কি ক্ষণে সুষমা, প্রেম করিল।
রমাপতি, ভেক লতে, চাহিল ॥
ভাবুকের মনে, সেই সে কারণে,
দুরাশা সুআশা হয় ॥

বিবাহে সম্মতি, দিল রমাপতি,
শুনি হর্ষ-মতি, সুষমা।
হর্ষ সে কেমন, হ'লোনা বর্ণন,
ভেবে সারা মন, উপমা ॥

বিচারক তায়, পরিতোষ পায়,
শরতে তথায়, ডাকিল।
রমাপতি সনে, আলাপ কারণে,
একত্রে দুজনে, রাখিল॥
শরৎ সুজন, শিষ্ট-আলাপন,
করিতে এমন, জানিত।
হ'লে পরিচয়, শরৎ তুষ্ট রয়,
রমাপতি হয়, মোহিত॥
স্নেহে রমাপতি, সুষমা যেমতি,
শরতে তেমতি, দেখিল।
ছিলনা সন্তান, সন্তান সমান,
আদরের স্থান, পাইল॥
ক্রমে এই কথা, ঘোষে যথা তথা,
সুষমার মাতা, শুনিল।
পাইয়া পুলক, যথা বিচারক,
ডাকিয়া বাহক, প্রেরিল॥
শরতের সহ, হইবে বিবাহ,
নাহিক সন্দেহ, তাহাতে।
বিশ্বাস হইল, সন্তোষ উদিল,
সুষমা বসিল, দোলাতে॥
বিচারের পতি, করে অনুমতি,
বাহকেরা গতি, করিল।

শরৎ পশ্চাতে, ছাতা ছড়ী হাতে,
রমাপতি সাথে, চলিল ॥
ক্রোশান্তরে যায়, দেখিবারে পায়,
অরণ্যের প্রায়, বাগানে।
দস্যুর মতন, দেখিতে ভীষণ,
বীর কয় জন, সেখানে।
আকারে সবাই, কাণ্ড-শাখা নাই,
তরু হেন পাই, দেখিতে।
দেহের বরণ, কর্কশ গঠন,
পারে নি তেমন, আঁকিতে ॥
পাকিয়া কামান, বাহু দুইখান,
সবারি সমান, ঝুলিছে!
হাতি কি চিত্রেস! মনে হয় হেন,
টাক হ'য়ে যেন, পড়িছে ॥
উরু জানু দ্বয়, দেখি মনে হয়,
স্তম্ভ লৌহময়, যেমতি।
অতিগাঢ় লাল, নয়ন করাল,
ঠিক যেন কালমুরতি ॥
মল্লাপরা বেশ, বাঁকা বাঁধা কেশ,
নাহি ভয়লেশ, কাহারে।
পিঠে বাঁধা ঢাল, চণ্ডালের পাল,
লাঠি করবাল, আকারে ॥

## তৃতীয় সর্গ।

শিবিকা দেখিয়া, সকলে মিলিয়া,
গেলো হাকাইয়া, ধাইয়া।
"যাস্ কোথা আরে," ব'লে চারিধারে,
ঘোর মারমার, করিলা।
দুর্জ্জন বেহারা, ভয়ে হয় সারা,
ডুলি ফেলে তারা, লুকায়॥
শরৎ দেখিল, ডাকাতে ঘেরিল,
বিপদে ফেলিল, সবারে॥
"আছে কিছু বল, তাহে কি প্রবল,
ডাকাতের দল, সহিব?
কিন্তু যদি প্রাণ, থাকিতে পরাণ,
ভীরুর সমান, মরিব।
বাঁচি যতক্ষণ, করিব যতন,
হারেত জীবন, রবেনা।
ডাকাতে মারিবে, সুষমা কাঁদিবে,
যন্ত্রণা সহিবে, সবেনা।"
ইহা বিচারিয়া, সাহস করিয়া,
কোমর কসিয়া, বাঁধিল।
একলাফে গিয়া, একেরে ধরিয়া,
লাঠি ছিনাইয়া, লইল॥
মরিয়া আকারে, যারে পায় তারে,
বেগে লাঠিমারে, অমনি।

যেন ব্যূহমাঝে, অভিমন্যু সাজে,
শরৎ এ কালে, তেমনি ॥
দস্যুরা কষিয়া, চারিদিক দিয়া,
শরতে বেড়িয়া, ধরিল ।
ফাঁক পেয়ে এরে, কাহারেরা সরে,
ডুলিফেলি তবে, ছুটিল ॥
বিচারক যথা, বেগে যায় তথা,
বিপদের কথা, কহিতে ।
ভয়ে প্রাণপতি, কন্যার সংগতি,
প্রকাশ সম্প্রতি, ভুলিতে ॥
ডাকাতেরা মেলা, শরৎ একেলা,
উত্তরে কি ভেলা, সাগরে ?
প্রহারের ঘায়, পড়িল ধরায়,
চেতনা হারায়ে, সমরে ॥
মরেছে ভাবিয়া, শরতে ছাড়িয়া,
ডাকাতেরা গিয়া, ত্বরিতে ।
ডুলি তুলি নিল, বাগানে পশিল,
বেগেতে লাগিল, ছুটিতে ।

---

দুইদণ্ড গত প্রায়, শরৎ চেতনা পায়,
চারিদিগে ফিরি চায়, নাহি দেখে কারে রে
নাহি দেখে কারে !

ভাবে, "অসম্ভব একি. কোন চিহ্ন নাহি দেখি,
রমণী কি হ'লো, সেকি ! কি করিল তারেরে,
কি করিল তারে ॥
যাহারে থাকিত চিহ্ন, দুজনে করিয়া ছিন্ন,
ধ'রে ল'য়ে যাওয়া ভিন্ন, ডাকাতি সে নয় রে.
ডাকাতি সে নয়।"
দুই নাহি হয় তার, পলায়ে গিয়া কাহার
রমাপতি কিবিকার, মাঝে গুপ্ত হয় রে
মাঝে গুপ্ত হয় ॥
তাহাতে সন্দেহ হ'লে, "ডাকাতি ভাণ কেবল,
রমাপতি করে ছল, এরূপ প্রকার রে.
এরূপ প্রকার রে।
বিচারকে বুঝাবারে, সুষমারে ভুলাবারে,
ডাকাতে আমারে মারে, করিবে প্রচার রে,
করিবে প্রচার ॥
ইহা যদি সত্য হয়, মোর প্রাণে মহাভয়,
দেখিলে করিবে ক্ষয়, প্রেরি গুপ্ত-চরে রে,
প্রেরি গুপ্ত-চরে।
বুঝি প্রাণ-প্রতিমায়, পুনঃ প্রাপ্তি হ'লো দায়,
নিরুপায় কি উপায়, করিব বা পরে রে,
করিব বা পরে ॥
কিন্তু জানি তার মন, দিবেনা অন্যেরে মন,

হয়ত বা মজিবে গণ, আমার অভাবে রে,
আমার অভাবে।
কেন ভাবি নিরুপায়, গোপনে মিলনে তায়,
সে করিবে সদুপায়, সব দায় যাবে রে,
সব দায় যাবে ।।
কিম্বা যাই পালটিয়া, বিচারকে কহি গিয়া,
নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধারিয়া, দিবে সেই ধন রে,
দিবে সেই ধন ।
সে-বুদ্ধি অনুসারে, ফিরিয়াছে বারবারে
মন অনুরোধি তারে করিল বারণ রে,
করিল বারণ ॥
মন বলে, "একবার, তত্ত্ব লই সুন্দরার;
বাগানের মাঝে তার, তত্ত্ব যদি হয় রে,
তত্ত্ব যদি হয় ।"
যে দিগে ডাকাত গণ, করিয়াছে পলায়ন,
সে দিগে না ল'য়ে মন, অন্য দিগে লয় রে,
অন্য দিগে লয় ।।
কিছু দূর চলিবায়, বাগান বিরাম পায়,
পারে দেখে মরু-প্রায়, কান্তার ভীষণ রে,
কান্তার ভীষণ ।
সেই স্থানে পুরোভাগে, হঠাৎ নয়নে লাগে,
চিহ্নিত রক্তের রাগে, নারীর বসন রে,

নরীর বন্ধন ॥

পাড়ে পায় পুনর্ব্বার, সুবনার যে প্রকার,
সুগঠন মেখলার, মেখলা তেমন রে
মেখলা তেমন !
এই চিহ্ন দরশনে, নিশ্চয় করিলে মনে,
নাশিয়াছে দস্যুগণে, প্রিয়ার জীবন রে.
প্রিয়ার জীবন ॥
কুলিসহ বৃক্ষ করে, ভাসায়ে দিয়া সাগরে
পলায়েছে কে কোথায়, দুষ্ট দস্যুগণ রে.
দুষ্ট দস্যুগণ :
ঽসপ্তাদি ভিন্ন স্থল, ফালিবে সন্দেহস্থল,
রমাপতি ক্ষিতি তল, ত্যজেছে এখন রে,
ত্যজেছে এখন ॥
চৌরাড় কাহার সবে. পলান সম্ভবে ভবে.
তারা কি বিপদে রবে, পরের লাগিয়া রে.
পরের লাগিয়া ?
মোর ভাগ্যে একি দায়, হারাইয়া প্রেমদায়.
এড়ালাম এত দায়, কি কায বাঁচিয়া রে.
কি কায বাঁচিয়া ॥
ওরে বিধি কি করিলি, হেন হেন দুঃখ দিলি,
মোর ভাগ্যে লিখেছিলি, এতই লিখন রে,
এতই লিখন !

# পবিত্রপ্রণয়।

## মঙ্গলাচরণ।

হে শিব শঙ্কর ! লহ মম প্রণতি ।
হের কৃপা-লোচনে শুনহ মিনতি ॥
অজ্ঞ দুরাশয়, চিত্ত-শুদ্ধি-হীন,
শকতি কি হেন তুমি, প্রকাশি ভকতি !
ত্রিলোক-শরণ্য, আশুতোষ-মহিম,
তাই ডাকি সহসা এমতি ॥

গুরো !—শুক প্রার্থনা কিছু নাহি করিব ।
আশা গাঁথি ভাষাফুলে গাথা বিরচিব ॥
উচ্চ বিষয়তরু, ভাষা-কুসুমস্তবক,
মূলে বসি ডালে ফুল, কেমনে তুলিব ।
দাও হে মহেশ, শক্তি বিশেষ হেন,
বাঞ্ছামত সেফল লভিব ॥

ভাব-সৌরভ রস-মকরন্দ স্ফুরিবে।
হেন ফুল চাহি তাহি গাঁথনি হইবে॥
নহীয় মধুকর, বিজ্ঞ রসাস্বাদে.
ভাল বিনা যাকে তাতে, ভুষিতে নারিবে।
নতুবা অকিঞ্চন. বয় নাচে পদতলে,
প্রভো! ইহা স্মরণে রাখিবে॥

## গ্রন্থারম্ভ।

### প্রথম সর্গ।

জলধির তীরে করে, উড়িষ্যা উজ্জ্বল।
জগন্নাথ ক্ষেত্র, যার খ্যাতি নীলাচল॥
জগন্নাথ দরশনে, পাপ ক্ষয় আশে।
অবিরত কত যাত্রি সেথা যায় আসে॥
মাধবের দোলে, আর হরিবার রথে।
লোকারণ্য হ'য়ে যায়, ঘরে ঘাটে পথে॥
বিশেষোৎসব, হ'লে নব কলেবর।
বায়ু প্রবেশিতে নারে, ভিঁড়ের ভিতর॥
অনিষ্ট সম্ভব হয়, তখন কেমন।
সে জানে তা, সে জনতা. দেখেছে যে জন॥
সর্দ্দিগর্ম্মি. বিসূচিকা, হইয়া দুর্ব্বার।
অবাধায় নাশে যাত্রি হাজার হাজার॥

পুণ্যধামে কেন হয় এমন দুর্গতি ?
জানে তত্ত্ব জগন্নাথ অপর নিয়তি ॥
বড় শোকাবহ কাণ্ড, ঘটে এক বার।
প্রতিদিন মরে লোক, বিংশতি হাজার ॥
যেখানে সেখানে শব পচিতে লাগিল।
শ্মশান, বসতি, পথ, সমান হইল ॥
যে দুর্গন্ধ হ'লো, যেন একভু যাবেনা।
দুদিনের পথেতেও, নাসিকা ভোলেনা ॥
একে সে দুর্গন্ধ, তায় রোগ সংক্রামক।
বাঁচিত কি, না পলালে, অবশিষ্ট লোক ?।
বাঁচিবার বিলক্ষণ, আশা যার আছে।
চিকিৎসা, সুশ্রূষাভাবে, সেও নাহি বাঁচে ॥
নিদাঘে চাতক যেন, মেঘে চায় জল।
শূন্য ঘরে কেহ করে, দে জল দে জল ॥
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কেহ, সঙ্গীগণে কয়।
" ছাড়িয়া যেওনা শুন, দীনের বিনয় " ॥
আগড় ঠেলিয়া শিবা, ধ'রে টানে কারে।
প্রাণ আছে বল নাই, আহা, কে নিবারে ?।
খুঁটে বাঁধা অর্থ কারো, চোরে লয়ে যায়।
বল, বাক্য, নাহি শুধু, ফেল ফেল চায় ॥
বাড়া ভাত ফেলি কেহ, বহির্দ্দেশে যায়।
দিলনা ওলাই চণ্ডী, ফিরিতে তাহায় ॥

ম্রিয়মাণ গিয়া দেখি, এই কাঁদে কেহ।
পালটি দেখি কে নারী কাঁদে, নাহি স্নেহ।
কোননারী কাঁদে, মৃতকান্ত কোলে করি।
বলে, "নাথ! কোথা গেলে মোরে পরিহরি?
তোমা বিনা দুঃখিনীরে, কে আছে সংসারে।
জেনে শুনে একা কেন, রাখিলে আমারে।
কত জ্বালা সহিয়াছি, হাসিমুখ দেখে চোখে।
আজ কেন ফেলিলে, এ চির দুখ শোকে।
বহু পুণ্য ফলে পেয়েছিনু প্রাণনাথ।
এই পুণ্য সেই পাপে হারাইনু নাথ!"
প্রেয়সীর শোকে, কেহ পাগলের প্রায়
মৃত দেহ ধরে রাখে, ছাড়িতে না চায়।
বলে "প্রিয়ে! যথা যাবে, আমি যাব সাথে,
প্রাণ ধরে নাহি দিব, অন্য কার হাতে?"
অবলা সরলা মোর, হৃদয়ের ধন।
সে যাবে রহিব আমি, হয় কি এমন?
যাই যাব দোঁহে মিলে কি বাধ প্রিয়ায়;
জানেনা কি বিধি, এক প্রাণ দুই কায়?
নিতান্ত না শোনে বিধি, ধরি প্রিয়াগলে।
নিভাব বিচ্ছেদানল, ডুবি অব্ধি-জলে।।"
জনক জননী কাঁদে, পড়িয়া ধূলায়।
নিকটে কোলের ছেলে, জীব-শূন্য কায়!

এব্যাপার দেখি ক্রমে, রাত্রি পলাইল।
রথ টানে কেবা, শেষ এমন হইল।।

---

যেন দাবানল প্রায়, মহামারী বেড়া দায়,
ঘোর দায় আর কি এমন?
এ দেশে বিপদ হলে কি বিব্রত করে তোলে,
সেই জানে ভুগেছে যে জন।।
এ কথা করি শ্রবণ, নির্দ্দয়ের কাঁদে মন,
সদয় দেখিলে কি প্রকার।
সদাশয় নিত্য-ধর্ম্ম, পর উপকার কর্ম্ম
পরদুঃখে দুঃখই তাঁহার।।
ক্ষুধিতেরে খাওয়াইয়া বস্ত্রহীনে বস্ত্র দিয়া,
আরোগ্য বিলায়ে রুগ্ন জনে!
বিপদের দায় হরি, অনাথে সনাথ করি,
সদানন্দ সদয়ের মনে।।
সে আনন্দে হৃষ্টমন, বঙ্গের বঙ্গের ধন,
কটকে বিষয় কার্য্যে স্থিতি।
পুরী-মাঝে সে সময়, তাঁহার উদয় হয়,
পর উপকারে পেতে প্রীতি।।

---

*ইঁহার নাম ৺ঠাকুরদাস রায়, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাঁকোয়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি, ইনি গবর্ণমেণ্টের নিমক মহলের দেওয়ানী কার্য্যোপলক্ষে কটকে অবস্থিতি করিতেন।

যথা সাধ্য যতনেতে, সে বিপদ সময়েতে,
সাহায্য করেন কতজনে।
উচিত ঔষধ পথ্য, বিতরেন লয়ে তথ্য,
যে যেমন রোগী যে কারণে॥
এঁরি গুণে কত লোক, না দিয়া কাহারে শোক,
জীবন পাইয়া দেখে দেশ।
এঁরি দানশীলতায়, দুঃখী যাত্রি কত পায়,
অন্ন, বস্ত্র, পাথেয় বিশেষ॥
সে সাধুর পরিচয়, এই মাত্র আর নয়,
তাহা নয়, প্রীতি দোলে রথে।
যত দিন ছিল প্রাণ, এ প্রকারে মতিমান,
করেছেন পূরণ এ ব্রতে॥
এক দিন রজনীতে, জগন্নাথ দরশিতে,
আসিতে আসিতে দৈবাধীন।
সাধুর শ্রবণ-দ্বারে, প্রবেশিল বারে বারে,
বালকের স্বর অতি ক্ষীণ॥
সারি সারি প'ড়ে শব, তার মাঝে অসম্ভব,
জীবিতের স্বর একি একি"!
চমকি চঞ্চল মনে, কহিলেন ভৃত্যগণে,
"আলো দেখ অন্বেষিয়া দেখি"॥
মড়াকি ছুঁইতে আছে, শেয়াল কুক্কুরে পাছে,
দংশে তবে ঘোর দায় হবে।

ভূতের আড্ডা এই, এর মাঝে যেতে নেই,"
নিষেধ করিল ভৃত্য সবে ॥
না শুনিয়া সে বারণ, নিজে করি অন্বেষণ,
দেখিলেন জীবিত বালক,
পরম-সুন্দর কায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
পড়িতেছে চক্ষের পলক ॥
"ওগো মাগো কোলে নেগো, ওগো মাগো মাইরেগো"
ব'লে সকাতর আধস্বরে।
হাতাড়িছে দুই ধা'রে, আছে কে নিকটে তার,
কোথা আছে নাজানে অন্তরে ॥
"আহা মরি কার ছেলে, জীবন্তে দিয়েছে ফেলে,
মৃত্যুমাঝে মৃত্যুর শয্যায়।
কে করিল এ কুকায, মরুক সে পড়ি বাজ,
ছেলে ফেলে প্রাণ লয়ে যায় ॥
ছেলে ব'লে ছেলে হায়, ম'লেও না ফেলাযায়,
ফেলে যাবে মনে নাহি লয়।
মরেছে জননী তাত, তাতিই হ'য়ে অনাথ,
প'ড়ে আছে এই জ্ঞান হয় ॥
আহা, কিদশা তোমার, কিছুই জাননা তার,
জ্ঞান পেলে এপ্রাণ যাইত।
নিরাশ্রয় অন্ধকারে, শব সহ শবাকারে,
নাজানিয়া আছহ জীবিত ॥

শৈশব দুঃখের নয়, বিধাতা তোর সদয়,
নতুবা এরূপে কেবা বাঁচে।
বুঝিলাম জগন্নাথ, দেখিয়া তোরে অনাথ,
প্রহরী ছিলেন তোর কাছে॥
দুরন্ত মাংসাশী কত, ফিরিতেছে ইতস্ততঃ
তারাও কি করি অনুগ্রহ।
করিয়াছে সুরক্ষিত, ছিঁড়ে খেলে কি হইত
তোরে বড় অনুকূল গ্রহ॥
সাধু এই কথা বলে, যত্ন করি পুত্র-জ্ঞানে,
ক্রোড়ে তুলি আনিলা বাসায়।
ক্রমে শিশু সুস্থ হ'লো, নগরেতে রটে গেল
এই বিবরণ সমুদায়॥
কোথাকার কার ছেলে, কেহনা সন্ধান পেলে,
কেবল কহিল এক জন।
"বাসা ক'রে মোরঘরে, ছিল এক ভদ্রনরে,
এবালক তাহার নন্দন॥
শরৎ ইহার নাম, পিতৃ-নাম প্রভুরাম,
সঙ্গেছিল জননী ইহার।
এর বিসূচিকা হ'লো, হয়েগেল মলো মলো,
বাঁচিবার না দেখি আকার॥
সঙ্গীগণে চলিযায়, তাই ত্যজিয়া ইহায়,
এর মাতা পিতা গেছে দেশে।

আমিও দেখিনি পারে, মরিয়াছে মনে ক'রে,
যেতরে ফেলিয়া দেয় শেষে ।। "
শরৎ ইহার নাম, পিতা হয় প্রভুরাম,
এই মাত্র পেয়ে পরিচয় ।
আনি তায় কটকেতে, দয়া পূর্ণ যতনেতে,
পালে সাধু যেমন তনয় ।।

একে মনোহর, পরম-সুন্দর,
তাহে ঋজু শিশুমতি ।
বিশেষ তাহার, কেহ নাহি আর,
সবে ভাল বাসে অতি ॥
স্নেহ বাড়াইয়া, দিন গুড়াইয়া,
বাড়িতে লাগিলা ক্রমে ।
লিখিতে পড়িতে, শিখিলা ক্রমেতে,
অকাতর পরিশ্রমে ।।
সাধুর যে মতি, শরতের প্রতি,
দয়া মায়া অতিশয় ।
শরৎ তেমতি, প্রকাশি ভকতি,
করে তার বিনিময় ।।
করি উপার্জ্জন, সুখী করে মন,
করি এই অভিলাষ ।

বিষয় কাযেতে, নিয়োজি শরতে,
সাধু পায় সমুল্লাস ॥
গুণ থাকে যার, মান কি তাহার,
অন্তরে থাকিতে পারে?
কুসুম ফুটিলে, সুরভি ছুটিলে,
অলি সমাদরে তারে ॥
কাযের কৌশলে, তুষিত সকলে,
সাধুর বাড়িল স্নেহ।
সুযোগ এমন, করিতে অর্জ্জন,
অক্ষম হয় কি কেহ?
যৌবন উদিল, অজ্ঞান ছুটিল,
অর্জ্জনের পথ খোলা।
তবু সুখ নাই, শরৎ সদাই,
ভাবিয়া হয় বিভোলা ॥
"মাতা পিতা কোথা, তাহার বারতা,
কেদিবে কিরূপে পায়।
কেন থাকি হেথা, মাতা পিতা যেথা
খুঁজি লয়ে সেথা যায় ॥"
করি এই স্থির, শরৎ অধীর,
হেন কালে কোন জন।
ছল ছল চোখ, প্রকাশিয়া শোক,
আসিল সাধু-সদন ॥

সবিনয়ে কয়, "মম ভাগ্যোদয়,
দেখিনু সে ভাগ্যধর ।
দয়া অবতার, স্থান সাধুতার,
যে গুণগণ-আকর ॥
যেবিনা যাহার, নাহি উপমার,
স্থান আন কোন জনে ।
ঘোষে যার যশ, এই দিক্ দশ,
তাঁরে হেরি এনয়নে ॥
বিপন্ন-আশ্রয়, দীনে দয়াময়,
যাচকের দুখ-ত্রাতা ।
সেই অমানুষ, এহেন পুরুষ,
শরতে জীবনদাতা " ॥
কহিতে কহিতে, নয়ন-বারিতে,
অতিথি আকুল হয় ।
সম্ভাষিয়া তায়, সাধু নম্র তায়,
জিজ্ঞাসিলা পরিচয় ॥
"পরিচয় দিতে, লাজ পাই চিতে,
আমি অতি অভাজন ।
অনুতাপী ভাই, বলিবারে চাই,
স্বমুখে পাপ-বচন ॥
ওরে পাপাচার, জীবন আমার,
প্রস্তুত হও এখনি ।

পরিচয় দিয়া, বিদায় লইয়া,
যেতে চাও রে তখনি ॥
রে পাপ জীবন ! তোমারি কারণ,
হয়েছি গর্হিত কারী ।
কেন খেয়ে লাজ, করেছি সে কায,
স্বরূপ কহিতে নারি ।
কেন বাঁচিলাম, আমি প্রভুরাম,
তনয়ের শত্রু হ'য়ে ।
আর কেহ নয়, শরৎ তনয়,
জন্মে ত্যজি অনাশ্রয়ে ॥"
এতেক কহিয়া, যেন আহ্লাদিয়া,
প'ড়ে যায় অভ্যাগত ।
সাধু হাতে ধ'রে, আসন উপরে,
বসান আদরি কত ॥
পুনঃ কাঁদি বলে, "আয় বাছা, কোলে,
শরৎ হারান ধন ।
দেখুক নয়ন, যুড়াক জীবন,
সুখী হো'ক দুখীমন ।
করেছি যে পাপ, তাতে তোর বাপ,
হইবার যোগ্য নই ।
যথা জন্ম-দাতা, এবে পিতা মাতা,
নাহি তোর সাধু বই ॥

গতানুশোচনা, দিতেছে বেদনা,
তাই ভাবি ভাবি মনে।
তাতে বেঁচে থাকা, পাব তোর দেখা,
বুঝি এই সে কারণে॥
আমাহ'তে তোরে, বিপদ বিঘোরে,
পড়ি হ'লো দুখ পেতে।
একথা তোমার, নহে ভুলিবার,
জাগিবেক অন্তরেতে॥
সুধু কি তোমার? এসব আমার,
জানিবে ভালের ফের।
বররুচি সম, আমার এ ভ্রম,
তোর দশা মিহিরের॥
ভাগ্যেতে যা ছিল প্রচুর ফলিল,
ভুলে সব পরিতাপ।
হ'য়েছ কেমন, দেখাও এখন,
বাবা ব'লে ডাক বাপ"॥
এসব কথায়, সাধুর সভায়,
পরিচয় প্রকাশিল।
মিলাইল ধাতা, শরতের পিতা,
ঘরে পরে প্রচারিল॥
শরতেরে ডাকি, সাধু মাঝে থাকি,
দুই জনে মিলাইলা।

পিতা পুত্র দোঁহে, বিচ্ছেদন মোহে,
সাধু সাধু বুঝাইলা ॥
অপরের ধন, পেয়ে সাধুজন,
যবে দেয় করে তার।
সুখিত যেমন, হয় তার মন,
সাধু-মন সে প্রকার ॥
আঁধার ছাড়িয়া, আলোকে আসিয়া
যেমন সন্তোষ মিলে।
সে রূপ সন্তোষে, শরতেরে তোষে,
ক্ষুধা বুঝি সুধা দিলে ॥
মরে শিশুছেলে, যুবা দেখা পেলে,
সহসা পেলে রতনে।
কত সুখ তায়, সে জানে যে পায়,
প্রভুরাম পায় মনে ॥

পরে প্রকাশিল প্রভুরাম, "ঢাকার নিকটে মোর ধাম।
লোক মুখে তত্ত্ব শুনি, দিন রাত্রি নাহি গুনি,
এলাম ধাইয়া অবিশ্রাম।
দেখিনু সাধুর সাধুতায়, শরতে পেলাম পুনরায়।
সাধুর কল্যাণ হোক, এযশঃ যুবুক লোক,
দীর্ঘ আয়ুঃ বিধি দিন তাঁয়" ॥
সাধু সুবিনয়ী অতিশয়, কহিলা "কি বল মহাশয়?

কেবা কিবা করে কার, বিধি যা করেন যার,
অবশ্যই তার তাই হয়॥
শরতের ভাগ্যে যাহা ছিল, বিধির বিধানে তা ঘটিল।
আমি উপলক্ষ তায়, ধন্য-বাদ বিধাতায়,
হারা-ধন তাঁ হোতে মিলিল॥"
সাধু প্রভু উভয়ে বিস্তর, শিষ্টাচার হ'লে তার পর।
অনেকে আলাপ করে, প্রভু সুখিত অন্তরে,
প্রভুর বাড়িল সমাদর॥
শিষ্টজনে করে যে প্রকার, পিতার সহিত ব্যবহার।
শরৎ তেমনি ধারা, তুষ্ট করে ভক্তি দ্বারা,
আজ্ঞাকারী সদাই পিতার॥
এই রূপে কিছুকালাতীত, প্রভুরাম হ'য়ে হরষিত।
সাধু প্রতি প্রিয়ভাষে, কহিল বড় উল্লাসে,
"আজি এক ইচ্ছা উপস্থিত॥
উপার্জ্জনে হ'য়েছে সক্ষম, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম।
এসময় শরতের, উপযুক্ত বিবাহের,
আজ্ঞা হ'লে করি উপক্রম"॥
ইষ্টবাক্যে হৃষ্ট সাধুবর, হাঁসি-মুখে করিলা উত্তর।
"শরতের বিভা দেই, আমারো বাসনা এই,
কন্যা কোথা এ যে দেশান্তর"॥
প্রভুরাম কহে পুনরায়, "দেশ হ'তে আমার কন্যায়।
করেছি সব সূচনা, আছে কন্যা সুলক্ষণা,

হেন কন্যা খুঁজে মেলা দায় ॥
পিতা নাই মাতা বর্ত্তমান, অন্নবস্ত্রে নাহি সংস্থান;
তাতে কি ক্ষতি আমার, কন্যাই আনিব তার,
তারেত দিবনা কন্যা দান?
ধনি-কন্যা গরিবের ছেলে, এবিবাহে সুখ নাহি মেলে;
বিবাহ সমান ঘরে, সুখী হয় পরস্পরে,
চাহিনা রাজার কন্যা পেলে "॥
সাধু শুনি হইলা সম্মত, কহিলা "বিলম্ব আর কত;
পাথেয় পাঠায়ে দাও, ত্বরিতে তারে আনাও,
এই লও মুদ্রা দুইশত "॥
পাঁতি লিখি পাথেয় সহিত, প্রভুরাম পাঠান ত্বরিত;
দুই মাস গত হয়, কন্যার হ'লো উদয়,
বাসা দিলা অতি সন্নিহিত ॥
বিবাহে বিলম্ব নাহি আর, প্রভুরামে সব কার্য্য-ভার;
যত টাকা হবে ব্যয়, জায় মত সমুদয়,
সাধু আনি দিলা হাতে তার ॥
শরতের বিবাহ ব্যাপার, নগরেতে হইলে প্রচার।
যে তাহারে ভাল বাসে, সেই আনন্দেতে ভাসে,
শরতের আমোদ অপার ॥
প্রথম বিবাহ সূচনায়, কত ভাব মনে আসে যায়।
শরৎ সেভাবে ভোর, হৃদয়ে বাঁধিল ঘোর,
আমোদে রোমাঞ্চ সদা গায় ॥

আহা মরি, ভালবাসা-গুণের কি গুণ!
আরো কত গুণ আছে, সবাই তাহার পাছে,
সে যেথা তথায় সবে ম্লান॥

ভেবে দেখ, ভালবাসা থাকে যার প্রতি।
তারে অনাদর করি, কোন্‌গুণে পায়ে ধরি,
ফিরাইতে অন্য-প্রতি মতি?

ভালবাসা কেমন, উপমা নাহি তার।
দয়া, ভক্তি, আদি যত, নহে কেহ তার মত,
তবে কি পাইব উপমার?

মনের সহিত, ভালবাসে, যে কাহারে।
সেই বুঝে সে কি রূপ, কিন্তু সুধালে স্বরূপ
সেও ভেঙ্গে বুঝাইতে নারে॥

ভালবাসা যার প্রতি, সেও তা না জানে।
তার মর্ম সে কি পায়, পড়ে পাওয়া ভাল যায়,
মনের মন কি জানে প্রাণে।?

ভালবাসা চাহেনা, কাহারো বিনিময়।
তাহার স্বভাব হেন, যে হোক সে হোক কেন,
তায় চায় মন যারে লয়॥

ভালবাসা এমন, না হ'লে একি হয়।
শরতের বিভা এলো, নিদাঘ চলিয়া গেল,
বরষার হইল উদয়॥

বুঝিলাম শরতের, সে বিপদ কালে।

বিধি ভালবেসেছিল, তাই সাধু মিলাইল,
নতুবা ছাড়িত নাকি কালে ?
বিধাতার ভালবাসা, তাই এত ঘটে।
সেই শিশু যুবা হয়, বিদ্যা-ধন-মান্যালয়,
পরিণয় এসেছে নিকটে ॥
বিবাহের আমোদেতে, লাগে হুলুস্থূল।
গ্রীষ্মেতে হবেনা সুখ, বিধি ভাবি সেই দুখ,
করিলা বর্ষার অনুকূল ॥
ধন্য ভালবাসা, কিবা প্রভাব তোমার।
পিতা মাতা নহে ভুল, বিধি কেন অনুকূল!
কার গুণে হয় এ প্রকার ?
বিধির আজ্ঞায় বর্ষা, ভুবনে আসিয়া।
লাগাইল ধুম ধাম, নিদাঘ কেবল নাম,
রাখিয়া, লুকায় পলাইয়া ॥
এল বরষার সেনা জলদের জাল।
প্রথমে ঘেরিল ধরা, ভানু, তেজ ঢাকি ত্বরা,
গুপ্ত হয় দেখি গোলমাল ॥
গভীর গরজে মেঘ, চমকে চপলা।
যেন মেঘ দিতে দণ্ড, গ্রীষ্মে কারি খণ্ড খণ্ড,
কাটি পাড়ে তারি এ উজলা ॥
বর্ষা যেন চক্ষে দেখি, তপ্ত দিগ-দশ।
শুষ্ক বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, মৃত তৃণ যথাতথা।

করুণায় হইল সরস॥

বারি বর্ষে, হর্ষে পূর্ণ, সজীব-মণ্ডল।
খাল ডোবা ভরে এল, উদ্ভিদ বাঁচিয়া গেল,
তপ্ত-ধরা হইল শীতল॥

কিছু পূর্ব্বে আই ঢাই, ক'রেছিল প্রাণ।
এরি মধ্যে বদলিল, তপ্ত অঙ্গ শিহরিল,
চমৎকার বিধির বিধান॥

জলে পূর্ণ মাঠ, ঘাট, তক্ তক্ করে।
আলি ডিঙ্গে জল যায়, মেঠো পথ চেনা দায়,
যাতায়াত রুদ্ধ পথ ধ'রে॥

কত স্থান জলে ডুবে, হ'লো একাকার।
এবাড়ী ওবাড়ী যেন, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ হেন,
তরি বিনা গতি নাহি কার॥

পূর্ণ-নদ-নদী-জল, অবিরাম ধায়।
বিলম্ব সহেনা তায়, পাছে দেশ ডুবে যায়,
ব্যস্ত সদা প্রকৃতি-আজ্ঞায়॥

জল-বেগে কত রঙ্গ, তরঙ্গ সহিত।
ঘুরিছে নাচিছে যেন, শ্রমে উগারিছে ফেন,
ভাবুকে তা দেখে বিমোহিত॥

কৃষকেরা বড় ব্যস্ত, নাহি অবসর।
কেহ বৃক্ষ সংরোপণে, কেহ হালি সঞ্চালনে,
কেহ আলি বাঁধিতে সত্বর॥

আরামে প্রকৃতি-শোভা, দেখে ভাগ্যবান।
কেহ আরামের ঘরে, গোঁজা দিয়া রক্ষা করে,
ঘর বার কাহারো সমান॥
আড়া পাতি কেহবা, উজানে মাছ ধরে।
ছাতায় বাঁচায়ে মাথা, গাইয়া দুঃখের গাথা,
কেহবা চলেছে স্থানান্তরে॥
কাদা পেচ পেচ করে, সব পথে প্রায়।
নিজ কিম্বা ভাড়াটিয়া, গাড়ী পাল্কী আরোহিয়া,
ধনীগণ সুখেতে বেড়ায়॥
অন্নবস্ত্র কষ্টে করে, নির্দ্ধন যেজন।
গাড়ী পাল্কী কোথা পায়, চরণ-বাহনে যায়,
কাদাপায়, ভিজায়ে বসন॥
দাস, দাসী, আর, নীচ কর্ম্মচারী যত।
ঘোড়া গোরু মেষ প্রায়, খেটে মরে বরষায়
বন্যপশু নহে এই মত॥
গুহা, গর্ত্ত, লতাকুঞ্জ, বৃক্ষের কোটর।
যে যেথা সুবিধা পায়, বন্যপশু বরষায়,
সুখে রয় নয়ত নফর॥
ঝর ঝর বর্ষে বারি, রাত্রে নিরবধি।
পাকাবাড়ী নাহি দুঃখ, দম্পতীর বড় সুখ,
"পাছু টান" নাহি থাকে যদি॥
কাঁচা ঘর তাও ফুটা, বিছানা বগলে।

একোণ ওকোণ করে, প্রেয়সীর হাতে ধ'রে,
তবু সুখী যুবজানি হ'লে ॥
এক দিন শরৎ, ভাবিয়া উৎসব।
মনে কত সুখ পায়, দিবা অবসান প্রায়,
চেয়ে দেখে বরষা-বিভব ॥
আকাশ ঘিরেছে, স্তরে স্তরে কাদম্বিনী।
বলাকা উড়িছে কাছে, গিরিশিরে শিখী নাচে,
হাসিছে চঞ্চলা সৌদামিনী ॥
প্রকৃতির সে শোভা, দেখিতে কে নাচায়?
শুনিতে ধমকাইল, তবু বায়ু পথ দিল,
গুপ্ত ভানু উঁকি মারে তায় ॥
শরৎ বুঝিল তাহে, প্রকৃতি রাগিল।
বাড়িল রাগ সে রাগে, ধরণী তার সোহাগে,
হাসি শিরে পীতাম্বর দিল ॥
এত শোভা, আশা পুরি, দেখা না হইল।
ব্যস্তভাবে কাদম্বিনী, সঙ্গে করি সৌদামিনী,
দেখিতে দেখিতে লুকাইল ॥
সঙ্গে সঙ্গে ভানুও, হইল অন্তর্হিত।
সরোবরে অন্ধকার, যতেক নলিনী তার,
সেই ক্ষণে হইল মুদ্রিত ॥
ভাবে বুঝাগেল, প্রকৃতির পানে চেয়ে।
দোষী হ'লো বিবস্বান, নলিনী করিল মান,

প্রকৃতি লুকাল লাজ পেয়ে ॥
হাতে নোতে ধরা পড়ি, লম্পট যেমন।
লাজে মুখ লুকাইয়া, দূরে যায় পলাইয়া,
ভানু আজি করিল তেমন ॥
ক্রমেতে উদিল শশী, কৌমুদী ফুটিল।
শাদাবাড়ী বরষায়, ধোয়া মাজা শাঁখ প্রায়,
তায় যেন স্ফাটিক ফাটিল ॥
চক্‌চকে লতা, পাতা, ভাতিল জ্যোৎস্নায়;
যেখানে সেখানে জল, চাঁদ করে ঝল মল,
যেন রত্নে খচিল ধরায় ॥
সানাইয়ের পুঁ, যেন, ঝিঁ ঝিঁ করে রব।
মণ্ডুকের বাজ্‌ খাই, মশার ভন্‌ভনাই,
শুনি ঘুমাইল লোক সব ॥

---

শশী নিলা অবসর প্রকাশিলা দিবাকর,
সাধুর বাসার লোকে, ত্যজিল শয্যায়।
সকলে দেখিল পরে, শরৎ বাবুর ঘরে,
লুটেছে সর্ব্বস্ব কে বা ভাঙ্গি মঞ্জুষায় ॥
"হেন কর্ম্ম কে করিল, প্রভুরাম ঘরে ছিল,
কোথা গেল, সেই কি, করিল এই কায?
নষ্টের বিষম ক্ষাপ, কপটে হইয়া বাপ,
শেষে এই ক'রে গেল, না ভাবিল লাজ ॥

সাধিতে আপন ইষ্ট, শঠে কয় কত মিষ্ট,
তাহা না বুঝিয়া দুষ্টে করিয়া বিশ্বাস।
সবিশেষ পরিচয়, না জানি দিলে আশ্রয়,
তাহার যে পরিণাম, হইল প্রকাশ ॥
পরম-সৌভাগ্য মানি, কাহারো প্রাণের হানি,
হয় নাই অসম্ভব, কি ছিল তাহার ?"
সবে তপ্ত অনুতাপে, শরতের জ্বালা বাপে,
চোর জানি অন্বেষণ, করে অনিবার ॥
নহে সেত কাঁচা চোর, না হইতে নিশিভোর,
পলায়েছে সে, বিনা কে, জানে সে সন্ধানে।
না পাইল অন্বেষণ, শেষে করে আগমন,
শরতের ভাবি-শ্বশ্রূ, আছে যেই স্থানে ॥
সবে বিচারিল মনে, "এই জানে সেই জনে,
পীড়াপীড়ী করিলে, কহিবে পরিচয় ॥"
যা ভাবিল তাহা নয়, সে শুনে এ পরিচয়,
আকাশ হইতে যেন, নিপতিত হয় ॥
কাঁদিয়া করে প্রকাশ, "আমারো যে সর্ব্বনাশ,
যা কিছু আমার ছিল, সব তারি হাত।
গহনা গড়াবে ব'লে, কালি ভুলাইয়া ছলে,
একরাশ রূপা, সোনা, কৈল আত্মসাৎ ॥"
সে নারীর সে কথায়, বিশ্বাস না করি তায়,
শঠের সঙ্গিনী ভাবি, সাধুর স্বজনে।

ধম্‌কি শাসন করে, মাগী প্রকাশিল পরে,
আপন নিগূঢ় কথা, বাছিল গোপনে ॥
"আমি নাহি চিনি তারে, এই জানি সে আমারে,
উপপত্নী ক'রেছিল, ভুলায়ে কৌশলে।
বেড়াইত দাঁও চেয়ে, মানুষ আমারি খেয়ে,
আজ কাল শরতের, বাপ হয় ছলে ॥
মোর কন্যা এ যেমন, তার পুত্র সে তেমন,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'লে, লাভ হবে বেস।
এই লোভে আনি মোরে, আপন পুঁটলি ভ'রে,
আমারেও ফাঁকি দিয়া পলাইল শেষ ॥"
একথা কহিয়া নারী, চরণে ধরি সবারি,
কাঁদিল অনেক তাই পরিত্রাণ পায়।
চোর কি চাতুরী জানে, যে শুনে আশ্চর্য্য মানে,
বিবরণ হ'লো রাষ্ট্র, পাড়ায় পাড়ায় ॥
দুঃখ করে বিজ্ঞদলে, নব্যে পরিহাস ছলে,
আমোদ করয়ে সদা, শরতে লইয়া।
বেশ্যা দেখাইয়া কয়, "শরতের শ্বশ্রূ হয়,"
"শরতের পিতা" বলে, চোর দেখাইয়া ॥
লোকে সকৌতুকে কয়, শরতের লজ্জা হয়,
ক্রমে বড় ঘৃণা জন্মে, সচিন্তিত মনে।
ঘৃণা হ'য়ে সুখ গেল, মনেতে বৈরাগ্য এল,
কটক ত্যজিতে ইচ্ছা, হইল এক্ষণে ॥

"পরিচয় জানা নাই, চোরে পিতা হয় তাই,
জামাতা করিতে চায়, কুলটা যে নারী।
চোরে নিল অর্থ হ'রে, লোকে উপহাস করে,
লাজে দুঃখে মর্ম্মব্যথা, সহিতে নাপারি॥
সংসারে যে সুখ হয়, আমার হবার নয়,
তবে কেন সহি এত, অসুখের ভার?
প্রাণত্যজি যাক দায়, ত্যজিলে পাবনা তায়,
এস্থান ত্যজিয়া যাই, উচিত আমার॥
এস্থান ত্যজিয়া গিয়া, নানা স্থান অন্বেষিয়া,
পেলেও পেতেও পারি, বাসের সন্ধান।
মাতা পিতা উভয়ের, যদি কভু পাই টের,
এজন্মের সাধ পুরি, সুখী হবে প্রাণ॥"
এই সব চিন্তা করি, সাধু-সঙ্গ পরিহরি,
শরৎ চলিলা হ'য়ে, উত্তরাভিমুখ।
চলিলা ঔদাস্য ভরে, মন কিন্তু হুহু করে,
কোথায় চলেছি ভাবি, উথলিল দুখ॥

---

যথায় নিবাস যার, তথা হ'তে যেতে কার।
হৃদয় ভেদিয়া, নেত্র-পথ দিয়া,
বহেনা দুঃখের ধার।?
শরৎ ব্যাকুল হ'য়ে, কটকেরে সবিনয়ে।
প্রণতি করিল, কতই কাঁদিল,

অশ্রু ঝরে বুক ব'য়ে ॥
নিবারিয়া নেত্র নীর, মনে মনে কহে ধীর ;
" কেমন করিয়া, ধৈরজ ধরিয়া,
দেশান্তরে হব স্থির ।?
নিতান্ত শৈশবে আসি, হয়েছি কটক-বাসী ।
তবেকি ছাড়িত, এযদি বুঝিত,
আমি এরে ভালবাসি ।?
নগর স্থাবর হয়, শরৎ স্থাবর নয় ।
সে যে ভালবেসে, ত্যজি যায় শেষে,
এদুখ সাধেকি সয় ।?
যাবৎ জীবিত রবে, সদাই স্মরণ হবে ।
কটকের শোভা, অতি মনোলোভা,
ভুলিব মরিব যবে ॥
বারানসী যে প্রকার, কটকের দুই ধার । *
পাথরেতে বাঁধা, দেখে লাগে ধাঁদা,
কোথায় এমন আর ।?
কিবা দুর্গ পুরাতন, গত রাজার লাঞ্ছন । *
মহরমে মেলা, দীপালীর খেলা, †
মনে রবে অনুক্ষণ ॥
কাট-যুড়ী নদী-কূলে, শোভে উপবন-ফুলে ।

---

* এই দুইটীই কটকের মধ্যে উত্তম দ্রষ্টব্য ।

† কটকের সকল উৎসবের মধ্যে এই দুই উৎসব প্রধান।

প্রথম সর্গ।

সাধুর সদন, সাধুর ভবন,
তা কি কভু রব ভুলে।?
এ দীনের জীব-দাতা, যাঁরে জানি পিতামাতা।
তাঁর শ্রীচরণ, পূজিবেক মন,
গাব তাঁর গুণ-গাথা॥
সাধু বিনা আপনার হ'তে পারে কে আমার।
এ জীবনাবধি, পদ সেবি যদি,
কিছু শোধ হয় তার।
কর্ত্তব্য অন্যথা করি, কৃতজ্ঞতা পরিহরি।
সাধুরে ছাড়িয়া, যাব পলাইয়া ?"
আসে ফিরি ইহা স্মরি॥
ইতস্ততঃ বিচরণে, পুনঃবুঝি মনে মনে।
মনে বুঝাইয়া, নয়ন মুদিয়া,
"বলে যাই এইক্ষণে।।"
চরণ চলিয়া যায়, পাছু পানে মন ধায়।
নাড়ী মুচড়িয়া, মায়ায় মোহিয়া,
পথ আগলিল প্রায়॥
"এ মায়া কিসে বা কাটে, এখনি মরম ফাটে।
না দেখি সাধুরে, বাঁচিবনা দূরে,"
ভাবিতে সে গতি যাটে।।
দুলিছে যেন দোলায়, নবীন সন্ন্যাসী প্রায়।
শরৎ সুজন, ভাবি কিছুক্ষণ,

প'ড়ে পায় সদুপায় ॥
"পুরুষে বিদেশে যেতে, মোহ পেলে অন্তরেতে
বলে কাপুরুষ, সেই কাপুরুষ,
হইব কি এ মোহেতে ?"
এতেক বিচার পরে, মন বাঁধে জোর ক'রে।
দিতে নির্ব্বাসন, দোষীরে যেমন,
রাজ-দূতে বাঁধে ধ'রে ॥
স্নেহ-পূর্ণ দয়াবান, সাধু দেব-মূর্ত্তিমান।
পুনঃ মনে এল, গতি বেধে গেল,
উদিল ভকতি জ্ঞান ॥
" ভকতি করিয়া তাঁয়, মাগিয়া লব বিদায়।
চরণে বন্দিয়া, সুযাত্রা করিয়া,
না গেলে হবে অন্যায় ॥"
এই স্থির করি মনে, চলে সাধু সম্ভাষণে।
পদ না চলিল, হৃদয় বলিল,
" যেওনা তাঁর সদনে ॥"
"সাধু কি ছাড়িয়া দিবে? স্নেহ বাক্যে ভুলাইবে।
যাবনা নিকটে, যদি বাধা ঘটে,
আর গতি না ফিরিবে ॥"
বাধা ভেদি এইবার, মহানদী হ'য়ে পার।
ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
তবু ফিরিল না আ'র ॥

শরৎ আসিয়া ক্রমে উত্তরিলা, দর্পণ রাজ্যেতে।
সে সময়ে দিবাকর উঠিছেন, উদয়াচলেতে॥
নিকটে দেখিলা যেন, ঘন করি, ঘন ঘিরিয়াছে।
কিন্তু সেই ঘনঘটা, অতি অল্প, স্থানে স্থির আছে॥
কৌতুক বাড়িল মনে, একি কাণ্ড, দেখিবার আশে।
বাড়িলে ভানুর ছটা, অভ্র ভেদি, গিরীশ প্রকাশে॥
মনেতে হইল “যেন, দিনেশের রথ কি কারণে।
তাঁরে ল’য়ে যাবে কোথা, তাই বুঝি, উঠিছে গগণে॥
এ রথে উঠিয়া দেখি, নির্ম্মাণ-কৌশল কি প্রকার।
পেয়েছি সম্মুখে, ভাল, দেখে লই, কেমন আকার॥
এইত নিকটে, স্পষ্ট দেখা যায়, পথেরিত্ত ধারে।”
এত ভাবি মনের উল্লাসে চলি, যান দেখিবারে॥
যত যান ফুরায়না পথ, তবু. যেন সেই ভাব!
ভাবিলা “ বুঝিবা সত্য, অনুমান, তার দৈব-ভাব॥”
এই যে এই যে করি, যোজনেক, পথ হ’য়ে পার।
উপত্যকা দেখি তবু, বুঝিতে নারিলা, কি আকার॥
সহসা বুঝাই ভার, তাহে হ’লে আরোহী নবীন।
কেমনে বুঝিবে এ যে, ক্রমে উচ্চ, অঙ্গেতে বিপিন॥
অধিত্যকা হ’তে দেখে উপত্যকা-বাসীর ভবন।
তাদের নির্ম্মিত-ঘর যেন, হেন ক্ষুদ্র আয়তন॥
তখন উঠিতে বাকি, শিখরির, ঊর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ।
বিনা কষ্টে এতদূর উঠি আরো, বাড়ে অনুরাগ॥

এভাগ বিজন নয়, মাঝে মাঝে, লোকের আবাস।
সে লোক অসভ্য, কিন্তু নহে কারো, অধীন বা দাস॥
বিচিত্র-গঠিত ঘর, তরু, গুল্ম, লতায়, মিলিয়া,
সেই ঘরে সুখে থাকে, অসুখ না যায়, কাছ দিয়া॥
অযত্ন-সম্ভূত ফলমূল, আর মৃগ মৃগয়ার।
অতি উপাদেয় ভাবি, তারা করে, তাহাই আহার॥
বসন, লবণ, তৈল, সেথা নাই, না হ'লেও নয়।
বনৌষধি, শুষ্ক কাষ্ঠ, সহ, তাই করে বিনিময়॥
স্ত্রী পুরুষে দৃঢ়কায়, হৃষ্টপুষ্ট, নির্ভয়-মানস।
নহেক সুবোধ তাই, বাহ্যভাবে, দেখায় কর্কশ॥
মহিষ, গোধন, শিবা, ছাগ, মেষ, তরক্ষু, শূকর।
ভল্লুক, উরগ, আদি, বাসকরে, তাহার উপর॥
বিবিধ বিহঙ্গ যত সেথা, তত লোকালয়ে নাই।
তাদের ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিময়, পর্ব্বত সদাই॥
কুরঙ্গ কতই রঙ্গ করে, হেরে, যুড়ায় নয়ন।
ময়ূর পেকম ধরি, নৃত্যকরে, প্রিয়-দরশন॥
এ সকল হ'ত, যদি, বৃক্ষহীন শৈলে কি, কান্তারে।
শোভিতনা শোভে কোথা, কেশহীন শিরঃঅলঙ্কারে।
একে যত ছায়াতরু সঘন, কে যেন সাজায়েছে,
মাঝে মাঝে কত গুল্ম, লতা, ফলে ফুলে শোভিতেছে॥
তাহে নানা জাতি পাখী, ডালে বসি, করে কলরব।
গন্ধবহ ক্রোড়ে লয়ে, নানা ফলফুলের সৌরভ॥

হেথা যতজাতি বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ফুলের ফলের।
লোকালয়ে তত নাই, চেনা দায়, কোন্‌টী কিসের॥
অপর আশ্চর্য্য দৃশ্য, বৃক্ষাদির প্রত্যেকেরি বন।
দেখে মনে লয় কারো, অনির্ব্বচণীয় উপবন॥
হ'লেও হইতে পারে, স্বভাবের সাধের আরাম্।
তাই শান্ত, হিংস্রজীব, সবে সম করিছে আরাম॥
এসব দেখিয়া হর্ষে চূড়াদেশে, উঠিয়া শরৎ।
দেখিলা শোভিছে সেথা, দেবালয়, সুদৃশ্য বৃহৎ॥
দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত তথায়. তায় পরম কৌশল।
বিগ্রহের পদ হ'তে, অবিরত, ঝরিতেছে জল॥
এব্যাপার গুপ্তস্থানে, অনেকেই, বিশেষ জানেনা।
প্রবাদ হ'য়েছে তাই, বিষ্ণুপদোদ্ভবা ভবায়না॥
এত ভাবি প্রণমি দেবেরে, নিম্নে নামিতে লাগিলা।
অপর দিগের, উপত্যকা ভাগে, আসি উত্তরিলা॥
দেখিলা তথায় কত, বড় বড় স্তূপের মতন।
জিজ্ঞাসি জানিলা তাহা, পর্ব্বতের প্রথম পত্তন॥
দেখিয়া শুনিয়া জানে, তথাকার লোকে এইমত।
বল্মীকের প্রায় থাকি, বাড়িতেছে এ সব পর্ব্বত॥
হেন দ্রষ্টব্য দেখি, কার বা নাহয় সুখোদয়?
বিশেষতঃ যেই জন, প্রকৃতির ভাবে ভাবী হয়॥
দেখে শুনে সুখী হ'য়ে, তথা হ'তে করিলা গমন।
শরতের বাঞ্ছা শীঘ্র, বঙ্গ দেশে করি দরশন॥

এমন মানুষ নেই, জন্ম-ভূমি যার যেই,
তাহার মায়ায় মুগ্ধ, হয় না হবেনা।
এরূপ স্নেহের স্থান, দ্বিতীয় পাবেনা ॥
অনুপ কি উপত্যকা, মরু কিম্বা অধিত্যকা,
বন বা উর্ব্বরা ভূমি, যেথা জন্ম যার।
তাহার নিকটে স্বর্গ, হ'তে, সুখাগার ॥
বিদেশে বিশেষ সুখে, থাকিলেও তার মুখে,
লেগেথাকে সেই পূর্ব্ব,কুঁড়ের আখ্যান।
তার লাগি থাকি থাকি, কাঁদে তার প্রাণ ॥
কেন হয় এ প্রকার, হইবে কারণ তার,
জন্মাবধি পরিচিত,তাই সে এমন।
কিন্তু যেই দেখে নাই, তারো যে তেমন ।?
শরৎত দেখে নাই, তবু কেন সর্ব্বদাই,
জন্ম-ভূমি দেখিতে, হ'য়েছে ব্যস্ত অতি।
কে যেন টানিছে, হেন ভাবে,করে গতি ॥
ভূত-গত অনুবন্ধ, শরীরির সহ বন্ধ,
তাই তারা এই ধারা, টানেপ্রাণ মন।
বিদেশে কি ভিন্ন ভূত, নহেক তেমন ?।
এ যদি না হয় তবে, এই গূঢ় হেতু হবে,
আমার বলিয়া যায়, ভাবয়ে হৃদয়।
যে হোক সে হোক হয়, প্রেমের নিলয় ॥
সেইসে প্রেমের স্থান, দেখিয়া যুড়াব প্রাণ,

কবেবা হইবে সেই, সুখের ঘটন।
সরৎ সদাই এই, চিন্তায় মগন॥
কিন্তু সেই কোন্ দেশ, নাজানে তার বিশেষ,
কেবল লোকের মুখে, শ্রবণ ক'রেছে।
বঙ্গবাসী কেহ তায়, ত্যজিয়া গিয়েছে॥
তেনে এই নিদর্শনে, বঙ্গদেশে মনে মনে,
স্থাপিয়াছে যে সকল, সাজে সাজাইয়া।
ইতিহাসে লোক-মুখে, আদর্শ পাইয়া॥
উত্তরিয়া বাঙ্গালায়, সে ছবি মিলাতে যায়,
কিছুই মেলেনা এযে, সকলি নূতন।
মনের অপূর্ব্ব ভাব, হইল তখন॥
সে কি ভাব সবে জানে, না দেখিতে মনে জানে,
লেগে যায় মনগড়া, ছায়া যার তার।
সে কি কোথা মিশে? সে যে ছায়া কল্পনার!
যাহা দেখিবার আশে, হৃদয় উল্লাসে ভাসে,
দেখিলে তাহারে, যেই ভাবোদয় হয়।
সেই জানে যার হয়, বুঝাবার নয়॥
সে ভাবে করিল ভোর, সুখের নাহিক ওর,
শরতের হাতে যেন, এসে বসে চাঁদ।
দেখিতে সকল বঙ্গে, বাড়িল আহ্লাদ॥
দেখিলা কান্তার কত, ধূ ধূ করে অবিরত,
বহুদূর-ব্যাপী তাহা, পার হওয়া দায়।

বিল, ঝিল, ক্ষিল, শস্যক্ষেত্রে, শোভে তায় ॥
হৃদয় ভেদিয়া কার, বিভাগিয়া দুই ধার,
চলিয়াছে স্রোতস্বতী, মৃদু মৃদু গতি।
কাহারো অন্তরে বন, ভয়ানক অতি ॥
যে কান্তারে যায়ে তারে, দস্যুতে ধরিয়া মারে,
জামাই তনয়ে মারে, শুনাছিল কাণে।
শরৎ দেখিলা তাহা, আছিল যেখানে ॥
কোন মনোহর মাঠে, পরিপাটী বাঁধা-ঘাটে,
দিগ্‌ব্যাপী নদী প্রায়, দীঘী দীর্ঘাকার।
বঙ্গে বই কোন দেশে, নাহি এ প্রকার ॥
বাঁধা-ঘাটে শিবালয়, পুষ্প-বৃক্ষ পাড়ময়,
কিবা সরোবর আহা, দেখে ভোলে মন।
অন্য দেশে আছে কিন্তু, নাহিক এমন ॥
একে তার কাল জল, তায় ফুটে শতদল,
গন্ধবহ ফিরিছে, ছড়ায়ে পরিমল।
টলটলে জলে খেলে, জলচর দল ॥
মরাল সাঁতার খেলে, হিল্লোলে কমল হেলে,
কে কমল ভ্রমে অলি, খুঁজিয়া বেড়ায়।
শরৎ সে রস দেখি, কত সুখ পায় ॥
আমাদের বঙ্গদেশ, এতে এত বেস বেস,
দৃশ্য বস্তু আছে, দেখে ভুলে যায় মন।
শুধু জন্মভূমি নয়, প্রিয়দরশন ॥

দেখে কত পাড়াগাঁয়, নগর হারিয়া যায়,
সারি সারি কাঁচা, পাকা, মিশামিশি ঘরে।
বিবিধ জাতীয় লোক, নিবসতি করে॥
কেন সবে একঘর, প্রতিবাসী পরস্পর,
মিলেঝুলে কেমন, র'য়েছে নিরাপদ।
অথচ সমান নয়, কাহারো সম্পদ॥
চাকুরে আর চাষীতে, শ্রমজীবী, ভিক্ষারীতে,
ঘেরা বেড়া গ্রামে, দুই এক জমিদার।
বিশেষ করেছে শোভা তারা পাড়াগাঁর॥
নগরেতে চেনা ভার, ধনবান জমিদার,
পরস্পর ধুমধামে, বড় নাজানায়।
পাড়াগাঁয় একেতেই, পাহাড়ের প্রায়॥
কোন গাঁয় সরোবর, স্থানে স্থানে মনোহর,
কোন গাঁর কাছে নদী, চলে গুড়ি গুড়ি।
বাগান শস্যের ক্ষেত, আস পাশ যুড়ি॥
বড়গ্রামে সর্ব্বদাই, যাহা চাই তাহা পাই,
ছোটগ্রামে ভাল দ্রব্য, নামিলে সদত।
বড়হ'তে ছোট কিছু, ভিন্ন এই মত॥
এদেশে নগর যত, অন্য দেশে নাহি তত,
গৌরবের হেতু এত, উন্নতির দ্বার।
অসুখের মধ্যে রথ্যা, অতিকদাকার॥
শরৎ দেখিয়া দেশ, সুখ পান সবিশেষ,

কিন্তু কোথা পিতা, মাতা, নাহ'লো সন্ধান ।
অন্বেষিতে বাকি মাত্র, অতি অল্প স্থান ।।
গ্রাম গাঁই জানা নাই, প্রভুরাম পিতা তাই,
সুধান সবারে কহি, নিজ পরিচয় !
কেহই কহিতে নারে, কে, সে, কোথা রয় ।।
বহুদিন হ'লো গত, শরৎ ঋতু আগত,
দেশান্তরে যাতায়াত, চলেনাত আর ।
শরতের গতি রোধে, শরতের ধার ।।

শরতের প্রথমেতে, ঘনরূপে ঘন ।
গগণ ঘিরিয়া রাখি, বারি বর্ষে থাকি থাকি,
জল-স্রোতে স্থল ভাগ, করে আপ্লাবন ।।
হেন বুঝি ডুবাইল, পৃথিবীরে ভাসাইল,
সাগর উঠিল যেন, করি আস্ফালন ।
নিম্ন স্থলে হ'লোদায়, ঘরকন্না ভেসে যায়,
হায় হায় করি কেহ, করিল ক্রন্দন ।।

রক্ষা যেই বহু দিন, নাহিরহে বান ।
নতুবা দ্বীপের মত, জাগে উচ্চ ভাগ যত,
ডুবে হয় নিম্ন ভাগ, সাগর সমান ।।
নিম্নবাসী যত নর, হ'য়ে পড়ে উভচর,
কষ্ট পেয়ে ম'রেযায়, এতে বাঁচে প্রাণ ?

ি প্রাণ বাঁচে তায়,   নৃশংস যাদসে কায়,
দেখা পেলে ছেড়ে দেয়, না বধি পরাণ ॥

াণ যেথা পশিছিল, পলি প'ড়ে তায়।
বাড়িল শস্যের তেজ, সাজারু ফুলায়ে লেজ,
উঠিল গা ঝেড়ে যেন, হেন শোভা পায় ॥
কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম,   প্রভৃতির জলে সদ্ম,
পূর্ণ সরোবরে নাচে,   হেলি দুলি বায়।
মধ্য অংশ শরতের,   প্রভাব বাড়ায় ঢের,
সুদৃশ্য সকল দিগে,   আমোদ ছড়ায় ॥

---

ক্রমেতে আকাশে,   মেঘ হইল বিরল।
তাপ ছাড়ি প্রভাকর,   প্রকাশিয়া খরকর,
পথ ঘাট শুষ্ক করি,   ফেলিল চঞ্চল ॥
বারিদের ঘরষণে,   যেন বিধু এইক্ষণে,
পূর্ব্ব হ'তে অধিক,   হইয়া সমুজ্জ্বল।
নিশির বাড়ান মান,   নিশি হাসি গ'লে যান,
তাই সে কৌমুদী,   শরতের নিরমল ॥

---

এ সময়ে সিত-পক্ষে, নিশি কি সুন্দর!
গগণ-বরণ-শ্যাম,   শস্য-পূর্ণ ধরা-ধাম,
জলে চাঁদ-প্রতিবিম্ব,   তুল্য মনোহর ॥

হঠাৎ শূন্যেতে থেকে, উচ্চ নীচ দুই দেখে,
ভ্রান্তি হয়, ঊর্দ্ধ, অধঃ, চেনাই দুষ্কর।
ঘন ঘন জলাশয়, প্রতিবিম্বে মনে হয়,
কত চাঁদ হেথা, শূন্যে এক নিশাকর॥

---

যখন ঘুমায় লোক, জাগিয়া তখন।
দূর হ'তে শুনা যায়, কতশব্দে জল ধায়,
বর্ণন না হয়, সেই শব্দ যে কেমন॥
পটহ, মুরজ, বীণা, পারেনা সে ধ্বনি বিনা,
সে ধ্বনির মধুরতা, করিতে ঘোষণ।
মন্থর মেঘের জল, যে শব্দে চুম্বয় স্থল,
সেকি সাধারণ, কিবা, তাহারি মতন।?

---

এ সময়ে প্রতিধ্বনি, মনের মোহন।
কাছে কাছে জলাশয়, পরস্পর লুফে লয়,
কোথাকার ধ্বনি করে, কোথায় গমন॥
নানা বস্তু নানা ধ্বনি, মিলি তার প্রতিধ্বনি,
প্রতিধ্বনি-প্রতিধ্বনি, করিলে শ্রবণ।
সুখের কি বাকি থাকে, সে সুখ কে কবে কাকে?
অনির্ব্বচনীয় সে, যে, না হয় বর্ণন॥

---

এ সময়ে কিবা রম্য, এরূপ নিলয়।

...রে শোভে ঝরণায়, পাশে ভরা-নদী ধায়,
স্বাভাবিক ধ্বনি করে, প্রতিধ্বনি ময় ॥
..., লতা, শস্যরাজি, জ্যোৎস্নায় জ্যোতিষ্ক সাজি,
বড় শোভে দেখি যেন, ঘনদুঃখী হয় ।
...াই চন্দ্র সে দোঁহারে, পর্য্যায়েতে তুষিবারে,
কৌশল দেখায় দেখি, অসুখ কি রয় ।?

শরতে শারদানন্দ, নহে অসম্ভব ।
...থা ইচ্ছা তথা থেকে, যাহা ইচ্ছা শুনে দেখে,
যত কিছু আনন্দ, লভিতে পারে সব ॥
কিন্তু যে অসুখ তাঁর, তাঁর সুখ ঘটা ভার,
দুঃখির কি ভাললাগে, প্রকৃতি-উৎসব ?
কোথা মাতা, পিতা, বাস, না জানি সদা হতাশ,
তাঁর পক্ষে ছড়ান, আনন্দ সুদুর্লভ ॥

---

যাবৎ শরৎ, থাকা চাই, এক স্থানে ।
গঙ্গাতীরে গণ্ডগ্রাম, গোঘাট তাহার নাম,
ভদ্রপল্লী ভদ্র সঙ্গে, থাকিলেন মানে ॥
ঘর এক অবীরার, বিরজা আখ্যান তার,
সেই দিল বাসা, দয়া হলো তার প্রাণে ।
বড়ই সরলা সেহ, শরতে করিয়া স্নেহ,
যত্ন করে হেন, যেন, আপন সন্তানে ॥

# দ্বিতীয় সর্গ ।

গোঘাট-নিবাসী রমাপতি ।
ধনে কুলে গুণে মানী অতি ॥
সে বিরজা তাহারি সেবিকা ।
তারি দত্ত-বেতনে জীবিকা ॥
তাহারি আশ্রয়ে করে বাস ।
বাড়ী তারি বাড়ীর সকাস ॥
ভালবেসে বিরজার বাসে ।
রমাপতি-সুতা সদা আসে ॥
সে নারীর নবীন বয়স ।
পরিপূর্ণ লাবণ্য-কলস ॥
পঞ্চদশ বরষ বয়স ।
কথা কয় সকলি সরস ॥
শরতের উপস্থিতি কালে ।
এক দিন আসিল বিকালে ॥
দেখিল শরৎ সুকুমার ।
বোধ হলো গঠিত কুমার ॥
" বিরজা কি পূজে ষড়ানন ?"
জিজ্ঞাসিতে করিল মনন ॥
হঠাৎ দেখিয়া সুষমায় ।
সে কুমার সরিয়া দাঁড়ায় ॥

তাহা দেখি বুঝিল সুষমা।
"এ কুমার কুমার-উপমা॥"
লজ্জা পেয়ে পলাইতে চায়।
এস ব'লে বিরজা ফিরায়॥
"অজ্ঞাত-পুরুষ তোর ঘরে।
না জেনে এসেছি যাই স'রে॥
এ কথা জানাতে হয় আগে।
না যেতাম ওর আগেভাগে॥
তোর বাড়ী আসিব না আর।"
এত বলি যায় পুনর্ব্বার॥
বিরজা কহিল " ও সুষমে!
ওরে তোর কায কি সম্ভ্রমে॥
ভালবাসি তাই তুই মেয়ে।
তেমনি ও ছেলে ছেলে চেয়ে" ॥
ইহা কহি শুনেছে যেমন।
পরিচয় কহিল তেমন॥
পরিচয়ে আশ্চর্য্য মানিল।
রূপদেখে অনুপ ভাবিল॥
হোক না যুবতী, অনূঢ়ায়।
তত লজ্জা জন্মে নাই তায়॥
সেই হেতু না ভাবি দূষণ।
চখো-চখী করেছে যেমন॥

অমনি আঁখিতে এলো লাজ।
ভাবিল "করিনু একি কায॥"
ভ্রাতৃ ভাব হয়না এজনে।
অন্য ভাব উপজিল মনে॥
আমারি নয়ন আর মন।
জানিনা যে নহেত আপন।
আমার অজ্ঞাতে এই জনে।
বসাইল হৃদয়-আসনে॥
ভাল নয় এমন ঘটনা।
ফিরে আর এ চোখে চাবনা॥
মনে আর এখানে লবনা।
কি জানি কি করে-ক্ষেপাগেনা॥
এত ভাবি ফিরায়ে নয়ন।
সুষমা চলিল নিকেতন॥

সময় যখন যার হয়।০
সেকি কারো বাধা মানে, স্বভাব তাহারে টানে.
স্বভাবের অবাধ্য সে নয়॥
স্বভাবের কায ক'রে. পরি তৃপ্ত রয়,
সে তৃপ্তি অন্যথা হওয়া, আর নাকি সয়॥

---

যৌবন-সুলভ সুখ লাগি।

যা বস্তু দেখাইল, তার কায সে করিল,
মন ভোলে, আঁখি দোষ-ভাগী ?।
মনেরি বা দোষ কিসে, কে হেন বিরাগী।
অভিমত বস্তু প্রতি নহে অনুরাগী॥

---

আর সেকি ভুলিবার ধন।
মন, ভুলি চেষ্টাকরে, মন ফিরি ফিরি ধরে,
থাকি থাকি পালটে নয়ন॥
নয়ন দেখাবে পথ, চলিবে চরণ।
তাবেই গতির, প্রতি রোধ, ঘন ঘন॥

---

এগোন পেছোন হলো দায়।
অজ্ঞাত যৌবনা ছিল, আঁখি আজ বুঝাইল,
যৌবনের কায সে বালায়॥
সরম করয়ে লাগে, এহেন বেলায়।
সেই ছিল ভাই বালা, গৃহে যেতে পায়॥

---

গৃহে আসা না আসা সমান।
নয়ন লেগেছে তায়, মন কি আর দাঁড়ায়,
থাকে থাকে যায় সেই স্থান॥
বিরজা-ভবন আর, সেই রূপবান।
তুলে আনি বসাইল, হৃদে, যেন প্রাণ॥

দুধে জলে হইলে মিলন।
আরকি পৃথক হয়? সব হয় দুধ ময়,
সুষমার ঘটিল তেমন॥
জাগিয়া বা স্বপনেতে, যখন তখন;
দেখে শরতের রূপে হৃদয় রঞ্জন॥

---

বাল্যকালে এমন এমন।
দেখেছি কত যুবাই, কেহইত মনে নাই,
এযে আজি মজাইল মন?॥
যৌবন এখন, মন নহে সে তেমন।
সুষমা হাঁসিল হ'লে, একথা স্মরণ॥

বেদে'তে সাপের হাঁচি চেনে।
চারি চক্ষু দোহাঁকার, মিলেছিল বারবার,
সুষমা তাতেই নয় জে'নে॥
তারো আঁখি মন ক্ষান্ত নহে লাজ মেনে।
আশঙ্কি জন্মায় মন এই তত্ত্ব এ'নে॥

---

সে তত্ত্বে সন্দেহ পুনঃ গণে।
"এমন ত হ'তে পারে, সে ভাবে দেখি আমারে,
মন্দ ভাব লাগে তার মনে॥
তাই যদি হয় তবে, পাবনা সেজনে।

ভাগে পাছে না ভেবে, কি কৈল আঁখি মনে” ?।

---

আবার ভাবিল সেই ক্ষণে।
এমন বেঁদেই, নাই, নাচেনে সাপের হাঁই,
সেকি বুঝে নাই মোর মনে ?।
অয়স স্ববশে রবে, চুম্বকাকর্ষণে।
এহেন ঘটনা হবে, কেন কি কারণে ?।

---

যাবৎ না হ'য়ে ঘুমিলন।
নাহি মিলে একাসনে, শঙ্কা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
প্রণয়ের প্রথম-লক্ষণ ॥
মনে হ'লো “যদি মোরে, না চাহে সেজন।
তাহে না মরিত মন, থাকিল এমন ॥

শাদায় বিচিত্র চিত্র করি।
মুছে অন্যে চিত্রিতিলে, যদিও উত্তম মিলে,
দাগরবে যাবৎ না মরি ॥
দাগা দিতে মনে, এই ধনে পরিহরি।
পারিবনা আমি, ছি ছি হরি হরি হরি ॥”

---

এবিচার হ'তে সমাধান।
ইচ্ছা হ'লো একবার, তার মন কি প্রকার,

পরীক্ষিলে পাইব প্রমাণ ॥
বিলম্ব সহেনা বলি, করিতে পয়ান।
বাধা দিল বিরজা, আসিয়া সেই স্থান ॥

---

বিধাতার লিপি চমৎকার।
শরৎ কোথায় ছিল, সুষমায় দেখা দিল
ঘটেগেল বিষম ব্যাপার ॥
এই ত প্রথম-সূত্র এই ঘটনার।
সামান্যে যেটেনা, মাঝে মদন ইহার ॥

---

এরি মধ্যে সুষমার, আঁখি, মন, এপ্রকার,
শরতের প্রতিমার, পক্ষপাতী হইল।
শরৎ-সঙ্গিণী হ'লে, বিরজায় দৃষ্ট হ'লে,
কতই আনন্দে গ'লে, ঢলে যেন পড়িল ॥
যেকুলে যে ভালবাসে, মাখি সে কুলের বাসে
দূর হ'তে বায়ু আসে, সেবায়ুরে সেবিয়া।
সেকি তত সুখ পায়, দেখিমাত্র বিরজায়,
যতসুখ সুষমায়, স্পরশিল আসিয়া ?
ঘরের মানুষ প্রায়, এবিরজা আসেযায়,
আজি আদরিয়া তায়, কাছে ডেকে বসায়ে
একথা সেকথা ক'য়ে, পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে,
শরতের কথা ল'য়ে, কৌতুহল জানায়ে ॥

...রাসেতে জিজ্ঞাসিল "শুনে দুঃখ উপজিল,
স্মরতে যা ঘটেছিল, পুনঃ বল বিরজে ! "
...জন-পরিচয়, শুনে বড় সুখ হয়,
...সেই ভাবোদয়, হ'লো হৃদি সরোজে ॥
...ভুব নহে নহে, ঘটকে সংবাদ কহে,
...লিকা টিকেলে রহে, বর-বার্ত্তা শুনিতে।
...রী বা কুমারী নয়, সুষমার যে সময়,
তাতে নব-রাগোদয়, এত যোগ্য বুঝিতে ॥
...রজা সেকথা বলে, শুনে ভাসে নেত্র-জলে
প্রিয়জন-দুঃখ ব'লে, শিহরিল ভিতরে।
বিরজা জানেনা তাহা, বাহিরে বুঝিল যাহা,
কহিল "সুষমে ! আহা, তোর মায়া এত'রে ॥ "
নেত্র-বারি সম্বরিয়া, ধৈর্য্য লাজ পাশরিয়া,
বিরজায় সম্বোধিয়া, কহিলেক সুষমা।
যাহা কিছু এজনার, স্থল নাই উপমার,
স'য়েছে যে দুঃখ-ভার, তারো নাই উপমা ?।
বুঝি বিধি এই জনে, গঠেছে বসি বিজনে,
হিংসায় হিংস্রকগণে, বিপদেতে ফেলিল।
যেই প্রিয় বিধাতার, বিপদ কি থাকে তার,
সৌন্দর্য্যের অবতার, হয়ে বেঁচে উঠিল ॥
চিত্রিত-মদন, পটে, গঠিত-কুমার, মঠে,
পরম সুন্দর বটে, মানুষের রচিত।

এত ভেদ তাতে এতে, অকৃত্রিমে কৃত্রিমেতে,
তায় এযে বিরলেতে, বিধাতার সৃজিত॥
আহা, কি লাবন্য-কূপ, গলিত সোনার রূপ,
মিলাইলে অনুরূপ, অবিকল হইবে।
অনতি দীঘল কায়, পরিপাটী ভাব তায়,
এমন আর কোথায়, দেখিবারে মিলিবে॥
সে ভ্রূভঙ্গি সে নয়ন, সে নাসিকা সে দশন,
সে কপোল সুদর্শন, মনে ভেবে দেখনা।
আমি হেন অনুমানি, সে মুখে বিনা তেমনি,
তত সুশ্রী মুখখানি, কিছুতেই হ'তোনা॥
কি গোঁপ সেজেছে মুখে, ওষ্ঠ লাল টুকটুকে,
কেবল বিধির চুকে, মনোদুঃখে হাঁসেনা।
বিরজে! দেখেছ আর, প্রশস্ত ললাটে তার,
সিঁতিকাটা কেশভার, বর্ণনায় আসেনা॥
যথার্থ তোমায় বলি, এমনত রোমাবলী,
খুঁজিলেও অলিগলি, কোন স্থানে পাবনা।
বিশাল বুকের পাটা, মাজা যেন কুঁদে কাটা,
ঠিক চাঁপাকলি কটা, করে করে শোভনা॥
আঁটাসোটা দেহখান, হবেনা কি বলবান,
প্রিয়-দরশন আন, এমন কোথায় গো?
কোন অঙ্গ-মন্দ নয়, দেখে তৃপ্তি নাহি হয়,
আহাহা, অমৃত ময়, কি চাহনি চায় গো॥

বড় কর্ম্ম করিয়াছ, বাসা দিয়া রাখিয়াছ,
বিনা যত্নে পাইয়াছ, প্রার্থনীয় রতনে।
জানে বুঝি চেনেনাই, ঘরেতে পেয়েছ তাই,
নতুবা কি দেখা পাই, কে ছাড়িত এজনে!"

---

"অনুরাগ যবে হৃদয়ে পশে,
হৃদয়-অর্গল আপনি খসে,
কারো মন তায় রহে স্ববশে,
কারো মন যায় ছুটিয়া।
ছুটে যার মন সরল ভাবে,
অন্তরের ভাব কেন লুকাবে?
প্রকাশি সে ভাব সন্তোষ পাবে,
তাই ব'লে ফেলে ফুটিয়া॥
সুষমা তেমনি দেখিয়া যারে,
ভুলিয়াছে, ভাবে প্রকাশে তারে,
অথবা জানেনা এই ব্যাপারে,
লাজে কায করে পত্রেতে।
অথবা যেমন দেখি পুতুলে,
বালিকার মন হঠাৎ ভুলে,
তেমনি শরৎ-রূপ অতুলে,
দেখি ভুলিয়াছে মনেতে॥
যেভাব কিছু দেখি এখন,

বালিকার ভাব নহে এমন,
নারী কি না বুঝে নারীর মন,
হয়নি কি মোর এমনি?
অন্তরের ভাব প্রকাশ হ'লে,
অরসিক জনে পাগল বলে,
কুজনে নিন্দয় বিবিধ ছলে,
ভুগিয়াছি সব ভুগিনি॥
ভাগ্য ভাল যেই বুঝিনু আগে,
অন্যেতে বুঝিলে কিহতো ভাগে,
আগুন লাগাত এ অনুরাগে,
এক্ষণেতে এত জানেনা!
না জানুক আমি জানিত সব,
আমি ভুক্ত ভোগী, এ নহে নব,
সাবধানে করি সহায় হব,
এতে বাধা, ঘটা সবেনা" ॥
বিরজা এসব মনে বিচারে,
আর সুষমার প্রতি নেহারে,
মনে হ'লো, যেন নেহারে তারে,
প্রেম-প্রতিমার উপমা।
ভাবুকের মনে লাগে সে রূপ,
কবি কি, পাইবে, সে অনুরূপ?
বুঝাবার নয়, তার স্বরূপ,

সে যে পূর্ব্ব-রাগসুষমা !!
মনোমত ধন পেয়েছে মন,
তারে ছাড়ি দূরে নাযায় ক্ষণ,
নিয়োগী বিহনে নিয়োজ্যগণ,
কোন কাযে ভাল চলেনা।
খেলেনা, নয়ন অমর প্রায়,
হেলেনা, পুতুল সদৃশ কায়,
কেবল রসনা কহে কথায়,
তাও যেন ভেবে বলেনা !!
মন ক্ষণ কাল ছাড়েনা যায়,
আঁখিও তাহারি রূপ ধেয়ায়,
স্থির-জলে চাঁদ ভাল দেখায়,
তাই ভেবে কায় হেলেনা।
মন লেগে যায়, ভাবিলে তায়,
কত সুখোদয় কহা না যায়,
এতই স্ফূর্ত্তি হলো সুষমায়,
কুতূহল যেন ধরেনা ।।
একে ছাচে ঢালা ননীর মূর্ত্তি,
তাহে নব অনুরাগের স্ফূর্ত্তি,
ভাল ফুলে বেসি মধুর পূর্ত্তি,
হ'য়ে যেন পড়ে উগারে।
পরম-সুন্দরী যে নারী হয়,

যাহা কিছু তার অমৃত ময়,
তারে ভালবাসা যাহার রয়,
আরো ভাল লাগে তাহারে ॥
বিরজা রমণী, তবু মোহিল,
রূপ দেখে মনে মনে ভাবিল,
" চেনা লোকে দেখে একি হইল,
দেখে দেখে আশা মেটেনা।
আহা মরি কিবা রূপের ঘটা
অতসী গোলাপ মিলিত ছটা,
মানবীর রূপ এরূপ ঘটা,
অতি অসম্ভব, ঘটেনা ॥
কতই মাধুরী আছে ইহায়,
দেখি মন ভাল বাসিতে চায়,
এমন সুন্দরী মুরতি হায়,
কি দিয়া বিধাতা গড়িল!
কর, পদ, কর-শাখা, সকলি,
কেমন সুঠাম কেমনে বলি,
ভাল না সমান, পেলেও তুলি,
সম না নয়নে পড়িল ॥
কুটিল কুন্তলে সরল-সিঁতি,
বেণী বিনা খোঁপা নুতন রীতি,
সুধুই দেখিলে জনমে প্রীতি,

রজতের ফুল তাহাতে।
দুই আঁখি নীল-উৎপল-দল,
তারা তারে তাতে অলি চঞ্চল,
টানা ভুরু মাঝে ফোঁটা উজ্জ্বল,
ভাল ভাসে যার শোভাতে॥
বিধি কি কাণ্ড গালেতে করেছে,
ভিতরে লোহিত, আভা ফুটেছে,
এত ভাল গাল কেবা পেয়েছে,
আহা কি সুন্দরী সুষমা!
নাক যেন কাঁচা সোণার বাঁশী,
অধরে সদাই মাখান হাঁসী,
দেখিলে মুনিও হয় বিলাসী,
নাকে মুখে এত সুষমা!!
মুকুতা পাঁতিতে ভাতি যেমন,
সুষমার দাঁতে ভাসে তেমন,
যার আবরণে করে মোহন,
সেত সাধারণ হয় না:
রূপ যত গুণ তারি মতন,
পাছে দেখে দুটী হৃদ্‌রতন,
যদি কারো হারা হয় চেতন,
তাই এল খেল রয় না॥
গুরু নিতম্ব, কটি ক্ষীণতর,

## পবিত্রপ্রণয়।

কুচ, মুখ, আদি তার উপর,
কুসুমগুচ্ছ, যেন মনোহর,
  কনক-কলসে শোভেছে!
দুই উরু তাই শিরেতে ধরে,
ভাবিলেও চলে স্তম্ভ উপরে,
কুসুম-কোমল শরের তরে,
  বিধি গ'ড়ে স্মরে সঁপেছে॥
সময়ের ফুল সব ফুটেছে,
মদনের আসা যাওয়া ঘটেছে,
মনোমত অলি এসে যুটেছে,
  এতে স্থির থাকে নবীনা?
সেও যে শরৎ, শরৎ-চাঁদ,
রমণীর মন হরার ফাঁদ,
দেখে ভেঙ্গে ফেলে সরম-বাঁধ,
  ধৈরজ-শালিনী প্রবীণা॥
পিশিত শোণিতে সবারি অঙ্গ,
আজো হলোনাক পুরুষ-সঙ্গ,
সুযোগ নাপেয়ে এরে অনঙ্গ,
  এত দিন ক্ষমা করেছে।
এতবড় মেয়ে বিয়ে দিলে না,
পিতা মাতা দোষ বুঝে বোঝেনা,
অনুকূল বিধি ক'রে যোটেনা,

বর বর এনে দিয়েছে ॥
যদ্যপি সুষমা এ বরে বরে,
প্রতি কায়ে মিলে কি শোভা করে,
শুনেছি দেখিব নয়ন ভ'রে,
এ বিবাহ দিতে হইল ।
কিন্তু অবলার বালাই লাজ,
ভেঙ্গে দিতে পারে সে হেন কাজ,
কৌশলে সে লাজ ঘুচাব আজ,"
বিরজা এ সব ভাবিল ॥

প্রকাশি কহিল হাসি-মুখে ।
"আমি কি জানিনা ধনি ! রতনের মান ;
আমার বয়স গেছে, আরোত মানুষ আছে,
পেলে রাখে বুকে ॥
এই ত দেখিয়া সুখী, হলো তোর প্রাণ ॥
যারে রাখ কাযে লাগে, দুখে কিম্বা সুখে ॥

---

এ রতন অমূল্য রতন ।
অন্য কেহ পাইলেও, ছিনায়ে নিতাম ।
বড় ভাল বাসি তোরে, পরে দোষ দিতে মোরে,
না পেলে এ ধন ॥
আমিকি জানিনা হবে, তোর অভিরাম ?।
বিশেষ এখন এতে, তোর প্রয়োজন ॥

ভাল বল জিজ্ঞাসি তোমারে।
শরতের রূপ কি, লেগেছে তোর মনে ?
তোমার যেমন রূপ, সেও তোরি অনুরূপ
অভিন্ন আকারে।।
উত্তম মিলন তোরা, মিলিলে দুজনে।।
একথায় লুকাইওনা, বলহ আমারে।।”

সরমে কুণ্ঠিত হলো মন।
সুষমা ভাবিল, “ একি, কুকায করেছি !
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে, মনের কথায় ক'য়ে,
করি কি এখন।।
ভাঁড়াই কি ব'লে, সম্পষ্ট ধরা দিয়েছি।।
না খেয়ে না ছুঁয়ে, চোর হইল রটন।।”

প্রকাশে কহিল সুলোচনা।
“ছি ছি ছি অমন কথা, ব'লো নাক আর
রূপ গুণ যাহা হোক, ভাল দেখে বর্ণে লোক
দোষ কি বলনা।?
আমার মন কি মন, যেমন তোমার।।
তাই ভেবে এই বুঝি, হলো বিবেচনা।?”

বিরজা ভাবিল পুনরায়।

সুসমে ! তোর মত, আমিও ললনা।
নারীমন নারী জানে, ভাব ভঙ্গি অনুমানে.
লুকান কি যায় ?।
নারীতে নারীতে কভু, চলেনা ছলনা ।।
বলে দিতে পারি তোর, মনের কথায় ।।"

অপ্রতিভে ক্রোধ না কি সাজে ?
ক্রোধ প্রকাশিতে চায়, মুখে হাসি আসে ।
ঐ ভাব সুসমার. ঢাকে পড়ে বিরজার.
যেতে চায় ব্যাজে ।।
হাতে ধরি বিরজা, বসায় আনি পাশে ।।
কহিল "বুঝেছি, আর কায নাই লাজে ।।"

হেঁট-মাথা বসে ধনী কাছে ।
থুঁতি ধ'রে বলে "বাছা এবে হ'লো লাজ ।
ভাব ভঙ্গি কথা পে'য়ে, বুঝেছি যা তার চেয়ে,
বুঝিতে কি আছে ?।
এখন আমার কাছে, লাজেতে কি কায ।?
বরঞ্চ ত্যজিলে লাজ, কায পাবে পাছে ।।

তোমার বিবাহ হয়নাই ।
সেও আ'জো কারো পানি, করেনি গ্রহণ ।

হবেমাত্র ব্যভিচার, তবে কিসে ভয় আর
মিলেছে যা চাই ॥
অন্যের যা পাপে করে, পাত্র অন্বেষণ ॥
আগে হ'তো স্বয়ম্বরা, তুমি নহে তাই ॥

---

কথাটি হইল মনোমত।
মুদি আঁখি তবু ধনী, মুচকি হাসিল।
কি সুন্দর সেই হাসা, কি সুন্দর সেই হাস,
ভাব ভাবে কত ॥
পারিজাত ফুল যেন, মধু উগারিল ॥
সঙ্গিনী রমণী নৈলে, আরো কিবা হ'তো।

---

ক্রমে বদ্ধ আপনার ফাঁদে;
তাহে সে বিরজা নহে, আনাড়ী সঙ্গিনী
তখনি বলিল, "ভাল, আঁখি মুদি দেখ আগে
হৃদে বাঁধি চাঁদে ॥
শঙ্কা অন্যে টের পেলে, হয় বা সতিনী ॥
আমাতে সে ভয় নাই, না যাই বিবাদে।

---

কথার চাতুরী বিরজার।
মৌনভাবে বাড়িবেক, উত্তর উত্তর।
এই ভাবি ধনী পরে, কহিল, "এমন ক'রে

জ্বলাইও না আর ॥
ছাড় ছাড় ছেড়েদাও, যাও স্থানান্তর ॥
অন্যে শোনে, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার ॥”

বিরজা কহিল ছল ধ’রে।
কি ধনি, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার?
লোকের কুলে করি ভয়, প্রণয় কে করে লয়?
কি বুঝাও মোরে ॥
ভাকিই সহায় হ’তে বাসনা আমার ॥
ছাতা দিয়া মাথা রাখি, আগলিব তোরে ॥

অন্যে যদি শোনে হবে দায়।
অন্যে টের পাবে, টের পেয়েছি যখন?
কর্ত্তা গিন্নি দোঁহে কওয়া, বিবাহ নির্ব্বাহ হওয়া,
সহজ উপায় ॥
বিবাহের পূর্ব্বে, কে জানিবে এ ঘটনা?।
তারো জানা পরে, আজ তোমায় আমায় ॥”

ইহা শুনি হাসি মনে মনে।
অন্য দিগে চাহি ধনী, মুখভঙ্গি করি।
কহিল, “আজুলি যেন, এত ঠাট ছলা কেন,
কর মোর সনে ॥

প্রশ্নোত্তর সমাধান, আপনি হিবরি ।।
আমা প্রতি খোঁচাখুঁচা, কিসের কারণে ?”

---

বিরজা করিল প্রত্যুত্তর।
“অনেকে এমন, চক্ষে দেখে ভুলেযায়।
চক্ষের আড়ালে গেলে, মন হ'তে ছুরে ফেলে,
যেন নটবর।।
তাই কি না, নেড়ে চেড়ে, জানিবা ইচ্ছায়।।
খোঁচা দিয়া দেখিতেছি, তোমার অন্তর।”

---

একথা সহজে প্রেমীজনে।
সুষমা সে ভাবে আর, রহিতে নারিল।
কহিল, “ধিক্ তাহারে, যেইজন সে প্রকারে,
সুখ ইচ্ছে মনে।।
ব্যভিচারে এত দোষ, কি হেতু হইল।?
এই সব প্রণয়-তস্করী, আচরণে।।

---

বিরজে! তুমি কি ভাব মনে?
দাম্পত্যের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখে নয়,
প্রণয় সুখ তাহার, নহে জ্ঞাত সুষমার,
ভেবনা তা ক্ষণে।।
একমাত্র মন তারি, মিলন প্রণয়।।

দুজনে ভাবিলে, মন রহে কোন্ জনে ?।

---

আশীর্ব্বাদ ক'রনা এমন ।
দর্পাপহারিণী হব, মনের দোষেতে ।
যদি মন দেই কারে, সেই ভিন্ন যারে তারে,
ভাবিবেনা মন ॥
তবে দৃশ্য বস্তু কি, না, দেখিব চোখেতে ?।
যাতে তাতে ভোলে, নহে এ মন তেমন ॥"

---

এ কথা কহিল যতক্ষণ ।
উদেছিল হৃদে নাকি, শুদ্ধ-প্রেমভাব ।
তাহারি প্রভাবে যেন, প্রীতি অবতার হেন,
দিল দরশন ॥
নীরব সময়ে হলো, হেন অনুভাব ॥
স্তব সারি ধ্যানে বসে, প্রেম-ভক্ত জন ॥

---

প্রেমিকার কথা, সুষমার মুখে ।
শুনিয়া বিরজা, যেন ভাসে সুখে ॥
হৃদয়ে ভাবিল, "এ নহে ভাবিনী ।
নলিনী হবে বা হবে কৈরবিণী ॥
স্বাভাবিক প্রেম, তাদের যেমন ।
দেখিতেছি আজি, ইহারো তেমন ॥

## পবিত্রপ্রণয়।

এতদিন যেন, মুদিত আছিল।
শরতে যেমন, দেখিল ফুটিল॥
ঘুমায়ে পাতালে, জাগি স্বর্গ দেখা।
শরতের ভালে, যেন তাই লেখা॥
রূপে না হয় কি, এমন রতন।
আপনি শরতে, করে অন্বেষণ॥"
প্রকাশি কহিল, হ'য়ে কৌতুকিনী।
"কি বল সুধরে, অমৃত ভাবিনি॥
কি তাহা ভাষিলি, পীযূষ সিঁচিলি।
প্রণয় কি ধন, কেমনে জানিলি?॥
প্রণয়ের সাধ, তোর স্বাক্ষি মনে।
প্রেম-পত্র লেখা, শুনা, আর কানে॥
এরি মধ্যে দেখি, যুগমধ্যে তুমি।
অমূল অতুল, প্রণয়ের ভূমি॥"
হাসিয়া উত্তর করে সুবদনী।
"কিছুই জাননা, রয়েছ অমনি॥
মনোবৃত্তি প্রীতি সততই আছে।
দেখেনা শেখেনা, কেহ কারো কাছে॥
খুঁজিতে হয় না, প্রণয়-ভাজনে।
ভবিতব্য আনি, মিলায় সেজনে॥"
বিরজা কহিল, "বুঝিলাম সার।
শরতের আশা, প্রমাণ তাহার॥

কিন্তু প্রেমাধিনি। এবড় কৌতুক।
পরভেরে ভালবেসে, চাহ সুখ!!
চিননা যে জনে সে জনে কেমনে।
হৃদয় সঁপিবে, বল বরাননে?।"
কহিল পুনঃ কোকিল-কণ্ঠ স্বরে।
"লাভের আশা কি, ভালবাসা করে।
মন দিবে লব, আশা সেই রাখে।
জানা চেনা লোকে, সেই সুখে থাকে।"
কথা কাটি কহে বিরজা আবার।
"ভব ভাগ্যে যে কি, আছে বুঝা ভার।
বিদেশী অজ্ঞাত, জনে দিয়া মন
শেষে হা হুতাশে, হারাবে জীবন।।"
"ভালে যা থাকিবে, তাহাই ঘটিবে।
মনে যে লেগেছে ধূলে না উঠিবে।।
প্রিয়জন, চিরদিন কার রহে?
ভালবাসা, কভু, যাইবার নহে।।
ছেড়ে যে যায়, যায় আঁখির দূরে।
ছাড়িতে পারে কি, সে হৃদয় পুরে?।
তাহা না হইলে, আপনা ভাবনা।
এ বৈধব্য জ্বালা ঘুচাতে পারনা?।"
সুষমার মুখে, শুনে এ ভারতী।
বিরজার মনে, উপজে স্ফুরতি।।

"ভেঙ্গে গেল লাজ, ক্রমে কথায় কথায়।
মন খুলে সব কথা কহিবে এখন।
ঘুচেছি সখীর ভাবে, কি কথা মোরে লুকাবে ?
অন্তরের কথা ল'য়ে, করি আলাপন।।"
বিরজা এসব ভাবি কহে পুনরায়।।

---

"এ কেন যৌবন মন, সঁপিবে যাহারে।
সে কেমন লোক তা, কি, পেয়েছ জানিতে ?
অযোগ্য জনের করে, সম্পদ অর্পণ ক'রে,
পরিণামে পরিতাপ হয় যে ভুগিতে।।
তাতেই সতর্ক ক'রে, দিতেছি তোমারে।।"

---

হাসিয়া কহিল ধনী, "এ কথা নূতন !
প্রিয়জন ভাল বই, মন্দ হয় কার ?
দত্ত বস্তু গ্রহীতার, তার গতি গতি তার,
জানা পরিণাম, তাহা ভাবিব কি, আর ?।
এ কথা না ভেবে, এত চিন্তা কি কারণ ?।"

---

সে কথা ত্যজিয়া, পুনঃ বিরজা সুধায়।
"তুমি যে বেসেছ ভাল, সে, কি, তা, বুঝেছে ?
সে আমারে ভাল বাসে, তা ভেবে যে সুখে ভাসে।
তাতেই প্রত্যাশা, যাহা হৃদয়ে জন্মেছে।।

একথা অবশ্য বুঝ, বাহুল্য বলায়।"

এ কথা শুনিয়া ধনী, করিল উত্তর।
"তুমি কি জাননা, ভালবাসা কি প্রকার?
ভালবাসা পাব আশে, কে কাহারে ভাল বাসে?
প্রাণে ভালবাসি কি, ভাবিয়া উপকার?।
শিখী ভালবাসে তা, কি, জানে জলধর?।"

কথা শুনে বিরজার, সুখে মন ঝোরে।
বাড়াতে সে সুখে, হাসি আবার সুধায়।
"ভাল বাসা দৃঢ় হেতু, বৈবাহিক বিধি সেতু,
বিষয় ভাবিয়া, কে, না করে এ কথায়।।
তাই বলি কি হবে সে, না চাহিলে তোরে?।"

ভেবে যেন দুঃখ হলো, সে ভাবের রবে।
উত্তর করিল তাও, মধুমাখা ক'রে।
"ধনে ধ্যান সবে করে, যে তায় না পায় করে,
ধন-আশা ছেড়ে সে কি, শোকে হায় মরে।।
মোর পক্ষে এপক্ষে, সাদৃশ্য তাই হবে।"

যদিও মনের, অনুমোদিত কথনে।
দ্বিধা জন্মেনাই, তবু যেন সুষমার।
চমকি উঠিল প্রাণ, বদন হইল ম্লান,

সন্দেহ সহিত চিন্তা, উঠে বার বার ॥
ভাবিতে লাগিল, কি, যে, কত মনে মনে ॥

---

একবার ভাবে, " যদি না পাই তাহারে !
এখনি এমন, পরে বাঁচিব কেমনে ?
আবার মনেতে হয়, না পাবার কথা নয়,
যুবতী থাকিলে ত্যজে, না দেখি সেজনে ॥
মোর প্রতি রতি, তার হ'তে কেন পারে ! ?

---

একবার ভাবে, "যদি না হয় তেমন ?
যথা ইচ্ছা চ'লে যাবে, না ফিরিবে আর ।
ভালবাসা হবে কাল, দুঃখে যাবে চিরকাল ।"
পুনঃ ভাবে, " যাবে কি, জানালে এ ব্যাপার ।?
পুরুষেও চাহে, করি রমণী রঞ্জন ।।"

---

একবার ভাবে, "তার মনের মতন, ।
যদ্যপি না হ'ই, তবে কি হবে যাচিলে ?"
পুনঃ ভাবে " তার সনে, চক্ষো-চক্ষী যেইক্ষণে,
এক মনে মোর প্রতি, যেরূপ চাহিলে ॥
মনে না লাগিলে, কেন চাহিবে তেমন ?"

---

একবার ভাবে, " তার রূপ যে প্রকার ।

তেমন না হয়ে, গুণে মন্দ যদি হয় ?”
আবার ভাবে এরূপ, “ভুলেছিত দেখে রূপ,
সোণায় সোহাগা হবে, গুণ ভাল রয়।
ফলে গুণ-শূন্য নয়, তেমন আকার ॥”

সুষমা যে মনে মনে, ভাবিছে বিস্তর।
আকার প্রকারে তাহা, বিরজা বুঝিয়া।
ভাবিল. “এ ভাবনায়, কারণ কথা আমার,
ভাল করিনাই, তর্ক বিতর্ক করিয়া ?
কিম্বা ভাল করিয়াছি, বুঝিবে উত্তর ॥

এখনো অনেক কথা. আছে জিজ্ঞাসার।
ইহার মনের কথা. করিয়া শ্রবণ।
তার কথা তার ঠাঁই, জানিব না জানা চাই,
বুঝিতে হইবে, মন কাহার কেমন ॥”
এতভাবি ধীরি ধীরি, কহে পুনর্ব্বার ॥

“সুষমে! তোমার, নব অনুরাগে,
দেখিয়া শুনিয়া, হেন মনে লাগে,
প্রবীণ প্রণয়. যেন হৃদে জাগে,
পাষাণেতে রেখা প্রায় গেঁথে!
শতেক ব্যাঘাত, সাধে যদি বাদ,

তথাপি তোমার, এই প্রেম-সাধ,
ঘোচেনা, ঘুচালে ঘটিবে প্রমাদ,
বুঝিতেছি অভিপ্রায় গো ॥
এখন কেমনে, হইবে মিলন,
তাহারি উপায়, করিছ চিন্তন,
সহেনা বিলম্ব, মনোমত ধন,
পাছে অদর্শন হয় গো !”
হাসিয়া কহিল ধনী এই ভাষ,
“বুঝে সুঝে কেন, কর পরিহাস,
যা হয় করনা, উপায় প্রকাশ,
তোর মনে কিবা লয় গো ॥”
বিরজা কহিল, “রেখেছি ভাবিয়া,
সত্বরে উভয়ে, দিব মিলাইয়া,
কোন্ কথা এই, তোমার লাগিয়া,
দিতে পারি চাঁদ ধ’রে গো।
তোর বিবাহের, ফুল ফুটিয়াছে,
দূরে ছিল বর, ঘরে আসিয়াছে,
যোগাড় করিতে, যাহা বাকি আছে,
দুদিনেই সব ক’রে গো ॥
ভাল বল শুনি, তোমার যেরূপ,
হ’য়েছে সে মন, দেখায়ে স্বরূপ,
তুমি কি করিতে, পেরেছ সেরূপ,

ঠকিয়াছ বুঝি তায় গো ?
অপরূপ দেখে, আপনা ভুলিয়া,
কাড়ি নিলে মন, সহিয়া রহিয়া,
ছাড়িদিয়া চোর, বিরলে বসিয়া,
কাচ-পোকা-ধরা প্রায় গো।"
ধনী বলে, "আগে, এ মন হারায়,
রুরিণী বিনা কি, করি ধরা যায় ?"
বিরজা কহিল. "তবে তুমি তায়,
পেলেও ধরিতে নার গো।"
"পারি কি না পারি, কিরূপে বলিব
তার মনোভাব, আমি কি বুঝিব,
গণিতে জানি কি, গণিয়া দেখিব,
তুমি হ'লে সব পার গো॥"
সুষমা যেমন, এ কথা কহিল,
বিরজা অমনি, হাসিয়া বলিল,
"তবে তুই কেন, এ কাযে এলি লো ?
তোমা হেন ভোমা নাই গো।
চিত্রিত করেছ, আদর্শে যাহার,
চোখে দেখনাই, স্বরূপ তাহার ?
চিত্রিত র'য়েছে, দেখ একবার,
দেখে বুঝে দেখ তাই গো॥
সঙ্কত হইলে, নয়নে নয়ন,

পরস্পর মন, করে আলাপন,
কেন, কি, তোমারে বলে নাই মন,
কেমন তাহার মন গো ?
আহা, বটে, তোর, হেথা নাই মন,
না থাকুক মন, আছেত নয়ন,
তারি হ'তে মন, করে বিলোকন,
সে যে বোঝে, কি কেমন গো ॥
নিরাকার মন, রসনায় ভাসে,
নয়নে, বদনে, ইঙ্গিত প্রকাশে,
পাখীরাও তাহা, বোঝে অনায়াসে,
তুমি বোকালোক তাও গো ॥
হাসিল সুষমা, সে কথা শুনিয়া,
তাহা দেখি পুনঃ, হাত নাড়া দিয়া,
বলিল, "তুমি কি, আমারে ছলিয়া,
কথা লুকাইতে চাও গো ।?"
ধনী বলে, " আমি ছলিব তোমাকে ?
ধাইর কাছে কি, পেট ছাপা থাকে,
এখনো সরমে বাধিছে, আমাকে,
নিলাজ করিলি, তুই গো ।"
বিরজা বলে, "কি লাজ লো চতুরে !
পুরুষের কাছে, বেচে এলি স্ফুরে,
কালি ঢাক বাজি, জানাইবে দূরে,

দুদিন বই হলুই গো ॥"
ধনী বলে, " তুই, মনের সাধেতে,
বড় হ'লে নিলি, সময় ক্রমেতে,
সুধু যেন কথা, হয় না, শেষেতে,
যুথে ছাড়ি, কাযে ধর গো ?"
বিরজা বলে, "কি, হইলি পাগল,
সময় না হ'লে, ফলে, কোন্ ফল ?
দেখনা কি করি, হ'ওনা চঞ্চল,
দুদিন সবুর কর গো ॥"
সুষমা বলে, " যে দুদিন রহিব,
যদি বাঁচি তবে, পাগল হইব,
অধীর মনেকি, বুঝাতে পারিব,
না দেখে সে মনোহরে গো ?
নিকটে রয়েছে, দেখিয়া নয়নে,
কোনরূপে, বুঝাইতে পারি মনে,
কি দিয়া কেমনে, বুঝাব নয়নে,
অন্তরে ধৈরজ ধ'রে গো ॥
একে তার সেই মধুর মুরতি,
যাহে তাহে মনে, জনমিল রতি,
সুধু সুধু তাহা, দেখিয়া বিরতি,
আর কি, হইতে পারে গো ?
যখন সপ্রেম ভাবে, সে চাহিবে,

সুষমা কি আর, ফিরিতে পারিবে?
গরবে তখনি, গলিয়া যাইবে,
দেখি সে দেখে আমারে গো ॥
সেই আসি যবে, দেখেছি তাহার,
ফিরি ফিরি চায়, ফিরি ফিরি চায়,
আড়ালে এসেছি, তথাপি আমায়,
দেখিতে যত্ন ক'রেছে গো ॥
এই কথা যেই, বিরজা শুনিল,
হেসে ঘাড় নেড়ে, বলিয়া উঠিল,
* কবে আর কিবা, জানিতে রহিল
তোতে সে, বেস মজেছে গো ॥
তাই ভাবি এ, কি, ঘটেছে কোথায়,
মদনের ফাঁদে, কে কোথা এড়ায়?
চুরি ক'রে চোর অমনি পলায়,
কাম যার কাছে কাছে গো!
তবে তোর আর, ভাবিতে হবেনা,
সেই তোর লাগি, করিছে ভাবনা,
মতন করিতে, বিলম্ব সবেনা,
সেই পথ চেয়ে, আছে গো ॥
আগে তারে কিছু, বলাই হবেনা,
বলিলে আঁচল, ছাড়িয়া দিবেনা,
পিদ্ধি অনুমতি, দিতে পারিবেনা,

কর্ত্তারে বুঝাতে, যাই গো।
গাঁথ মালা তুমি, মনের মতন,
যে মালা বদলি, কিনিবে রতন,"
এ কথা বলিয়া, করিল গমন,
ধনী সুখী, দেখি তাই গো॥

সুষমার হৃদয়ে, উদিল পুনঃ ভাবনা।
'ভেবে তার ভঙ্গি ভাবে, আসিতেছে অনু ভাবে,
সেও কি মনেতে ভাবে, অনন্যমনা॥
আঁখি কিন্তু মোর প্রতি, করেছিল ধারণা॥

অনন্যমনার আঁখি, দেখিয়াছি নয়নে।
এক ভাবে স্থির রয়, সংজ্ঞা-শূন্য মনে হয়,
এ আঁখি তেমন নয়, কৌতুক সনে॥
তৃষিত চাতক যেন, চায় বারি-বাহনে॥

এঁ প্রকার ভাব, যার প্রকাশিছে নয়নে।
ত্যাগ করি দৃষ্ট জন, অন্যে ভাবে তার মন,
কভু কি হবে এমন? না লয় মনে॥
সে চিন্তা অবশ্য, নব অনুরাগ কারণে॥

---

মোর প্রতি তার যদি, অনুরাগ নহিবে।

নতুবা তেমন ধারা, প্রাণখোলা ভাবে ভরা,
চাহনি সুখ-পাসরা কেন হইবে ?।
বিভিন্ন ভাবেতে কোথা, এত গুণ পাইবে ?।

---

ভাল পুনঃ ভাল ক'রে দেখে আসি নয়নে।"
প্রেম-ভরে ধনী ধায়, প্রথম দেখা যথায়,
পথে দরশন পায়, বাঞ্ছিত ধনে।
চমকি থমকি তথা, নিবারিল গমনে ॥

---

সে পথ নির্জ্জন নয়, সদা লোকে পূরিত ।
যদি কেহ দেখে তবে, মন্দ ভাবি মন্দ কবে,
বড় লজ্জা পেতে হবে, হবেনা হিত ॥
সে ভয়ে, প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মে করে গোপিত ॥

---

কটাক্ষে চাহিয়া দেখে, মনোহর নেহারে ।
চ'লে যায় ফিরি চায়, ছলনা করি দাঁড়ায়,
পায় পায় লেগে যায়, চলিতে নারে ॥
সে ভাব দেখিয়া ধনী, ভাসে সুখ-পাথারে ॥

---

এমন কি হয়, মন, মোর মত না হ'লে ?
কেবল দেখে আমায়, কারো পানে নাহি চায়,
আগে পাছে কত যায়, রূপসী চ'লে ॥"

ঐ নিশ্বাসে সুষমার, প্রেম আরো উথলে ॥

পথে পথে দেখা-দেখী, প্রাণ ভ'রে হলো না।
ধনী ফিরি ঘরে যায়, শরৎ আসে বাসায়,
দিবা যায় শোভাপায়, চাঁদের কণা ॥
হেন কালে দেখা দিল, সন্ধ্যা হ'য়ে শোভনা ॥

বসাইতে দেবগণে, রক্তাম্বর পাতিল।
পথ-শ্রান্তি শান্তি তরে, ধীরি ধীরি বায়ু সরে,
পক্ষী গণ আসে ঘরে, যে যেথা ছিল ॥
সন্ধ্যামুনি আদি ফুল, পূজা হেতু ফুটিল ॥

---

বিলাসী লোকেরা চলে, সমীরণ সেবনে।
জলাশয়-তীরে, ঘরে ভক্তেরা বন্দনা করে,
বাতি জ্বালি আলো করে, রমণীগণে ॥
সন্ধ্যা সমাগমে সবে, সুখী হলো ভুবনে ॥

---

কিন্তু এত আদরেও, সন্ধ্যা নাহি রহিল।
কত কার্য্য আছে যেন, গেল হ'য়ে ব্যস্ত হেন,
থাকিবেনা তবে কেন, আসিয়াছিল ?।
আদরেতে বুঝি, মনে অহঙ্কার হইল ?।

---

সন্ধ্যা গেল রাত্রি এল, মৃদু মৃদু গমনে ;
নাহি তার অহঙ্কার, সবে বাধ্য গুণে তার,
কার্য্য ত্যজে যে যাহার, সুখিত মনে ॥
বিশ্রাম বিতরে লোকে, নিজে থাকি যতনে ॥

---

নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
সুষুপ্তি, স্বপনে, কেবা না চায় ?
প্রথম মিলনে, বিচ্ছেদ-ছেদনে,
দম্পতীর মনে, স্থান কি পায় ?।
নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
সুষুপ্তি স্বপনে, কেবা না পায় ;
বিচ্ছেদ সময়ে, পূর্ব্ব রাগোদয়ে,
চিন্তার নিলয়ে, কভু না যায় ॥
শরৎ যখন, করিল শয়ন,
রজনী তখন, দণ্ডেক চারি।
ক্রমে রাত্রি যায়, নিদ্রা নাহি পায়,
নিদ্রায় কে চায়, ভাবনা ভারি !!
মন উচাটন, করি দরশন,
মনের মতন, সেই যুবতী ।
ফিরে নানা দেশে, কিসের উদ্দেশে,
সার করে শেষে, এই যুকতি ॥
"করিব যতন, এ নারী-রতন,

## দ্বিতীয় সর্গ।

হৃদয়ের ধন, হ'লে আমার।
সফল জীবন, সফল যৌবন,
সফল ভ্রমণ, হয় এবার॥
এ মনোমোহিনী, না হ'লে গৃহিণী,
আর কি অমনি, পারি বাঁচিতে?
এর হ'তে আর, রূপ নাহি কার,
থাকিলে এবার, নারে মোহিতে॥
যেমন গঠন, যেমন বরণ,
তাহে আঁখি মন, তাই মিলেছে;
বিধি বুঝি মন, গ'ড়েছে যেমন,
সময়ে তেমন, ফুটে প'ড়েছে॥
যদ্যপি এ ধন, লভে অন্য জন,
মোর আকিঞ্চন, বিফল হয়!
বুক ফেটে যাবে, প্রাণ বাহিরাবে,
মৃত্যুর অভাবে, সে দুখ সয়?॥
নাচিছে নয়ন, বুঝিয়াছে মন,
ভালের লিখন, হবে আমারি!
তাহা নাহি হ'লে, আপনার ব'লে,
ভেবে মন ভোলে, রূপে তাহারি॥
সে হবে আমার, আমি হব তার,
সে বুঝি ইহার, ভাব পেয়েছে!
তাই ফিরে যায়, ফিরি ফিরি চায়,

ভাবেতে আমার, জানায়ে গেছে ॥
পারে কি কখন, নয়নে নয়ন,
দিয়া ঘন ঘন, পারে দেখিতে ?
নহে এক বার, দেখি পুনর্ব্বার,
সেই ভাব তার, সেই আঁখিতে !!
এ সব ভাবিয়া, ধৈরজ ধরিয়া
মনে বুঝাইয়া, পারে রাখিতে।
নাহি হেন জন, তবু এত ক্ষণ,
আমার এ মন, আছে ভাবিতে॥
আর কে হইতে, এখনি ছুটিতে,
তাহার সহিতে, প্রেম-আশায় ;
নহে সাধারণ, এ সব ঘটন,
বড় বিচক্ষণ, জ্ঞান হারায় ॥
আশা হিতকরী, তাই কাল হরি,
এ হেন সর্ব্বরী, যায় বহিয়া ;
আশা ক'রে আর, এরূপ প্রকার,
থাকা হবে তার, দুখ সহিয়া ॥
ফলে যে আমার, আশার সুসার,
হবেই তাহার, বড় ভরসা।
মনে মন টানে, বুঝি অনুমানে,
কিছু পরিমাণে, তার এ দশা ॥
যদি তার মন, আমার মতন,

হয় কতক্ষণ, হবে মিলিতে ?
তবে এই ভয়, স্বাধীনা সে নয়,
স্বয়ং পরিণয়, নারে করিতে ॥
মাতা পিতা তার, করি অবিচার,
যদি একে আর, করে উভয়ে ;
কি হবে তখন ? হবেনা এমন,
প্রেমীকি কখন, ত্যাজে প্রণয়ে ?।
সে যদি আমাকে, ভালবেসে থাকে,
তবে কি তাহাকে, আমি পাবনা ?
পাবই পাবই, সে, যে আমা বই,
কালে নিলে এই, কবে যাবনা ॥
বাসনা যেমন, ঘটিলে তেমন,
অঙ্গের ভূষণ, ক'রে রাখিব ।
ভ'বে লোক-ভয়, সুখ নাহি হয়,
বনে গিয়া রয়, সুখে থাকিব ?।
করিলে নিরাশ, ছাড়িবনা আশ,
লয়েছি সন্ন্যাস, ছাই মাখিব ।
নিকটে থাকিব, নয়নে দেখিব'
প্রণয় রাখিব, নাম জপিব ॥"
শরতের মন, কতই এমন,
বচন রচন, করে জাগিয়া ।
রাত্রি বহিযায়, সুষমা কোথায়,

জাগে না ঘুমায়, দেখি আসিয়া ॥

---

একি বিষম ব্যাপার !
দেখিতেছি সুষমায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
একে বারে সকলি বিকার !!
যেন সে সুষমা নয় !
হইয়াছে এল থেল, বকিতেছে এল মেল,
নিদ্রা নাই, নিশীথ সময় ॥
অনুরাগ কি ভীষণ !
জানিতনা কোন জ্বালা, নিতান্ত নবীনা বালা,
এত জ্বালা পরের কারণ !!
এ যে পর ব'লে পর ;
আপনি কে তা জানেনা, সেই হ'লো এত চেনা,
প্রাণের অধিক প্রিয়তর ॥
আজি হইল এমন ।
মদন পাগল না কি, কি ক'রেছে থাকি থাকি,
ভীক প্রতি কঠিন শাসন ॥
সবে আঁখির মিলন ।
কিন্তু ভাবে বসি পাশে, যেন আলিঙ্গিতে আসে,
হেন মুগ্ধ ক'রেছে মদন !!
কভু করে বিবেচনা ।
দাঁড়াইয়া পুরোভাগে, ধরিতে চাহিলে ভাগে,

দেখ দেখি কামের ছলনা ॥
স্মরে হরিয়াছে জ্ঞান।
"আমি মরি তার তরে, সে বুঝি ঘুমায় ঘরে,
এই ভাবি করে অভিমান ॥"
কভু করিছে স্মরণ।
মিলন হয়েত্ত ভবে, যে কায করিতে হবে,
করে অন্য দম্পতী যেমন ॥
হ'লে মিলনে ব্যাঘাত।
কি উপায় করা চাই, আগে স্থির করে তাই,
যুক্তি মতে হৃদয়ের সাথ ॥
আজি সুষমার মন।
হইয়াছে কি প্রকার, সেই জানে এ প্রকার,
দশা ভোগ ক'রেছে যেজন ॥
বিধি কি খেলা খেলায়।
কোথাকার বস্তু আনি, মিলায় কোথায় টানি,
নদীর সাগর-সঙ্গ প্রায় ॥
দেখ কেমন ঘোটন।
যেমন হ'য়েছে দেখা, গায় যেন ছিল লেখা,
প'ড়ে চেনে যে যার আপন ॥
চিনে আপনার জন।
যাবৎ মিলন নয়, ধ্যান ক'রে সুখী হয়,
কাম কেন জ্বলায় এখন ?।

বড় দুষ্ট রতিপতি।
দুই জনে দুই স্থানে, হানি পঞ্চ পঞ্চ বাণে,
দেখাইছে নিজের শকতি॥
ভাল মকরকেতন!
তুমিই জাগ্রত আছ, অঙ্গে কি না করিয়াছ,
অনঙ্গেই প্রতাপ এমন॥
কিন্তু তোমার প্রতাপ।
দম্পতী সহিতে নারে, পূর্ব্বরাগে কি প্রকারে,
সহিবে? দিওনা আর তাপ॥
আজ করহ প্রস্থান।
এখন তোমারি করে, কত রঙ্গ দেখ পরে,
শান দিয়া রাখ পঞ্চ বাণ॥

---

কত কষ্টে পোহাল রজনী।
সুষমার মনে কত, আশার সঞ্চার।
বিরজা এখনি আসি।
শুভ সমাচার দিবে, হইয়া উল্লাসী॥
পূজা মানে কত দেবতার॥
বিরজার আশা-পথে, চায় আর মনোরথে,
নানা অভিলাষ হ'তে, করিছে বাছনি॥

---

বিরজা আসিয়া দেখা দিল।

আসা দেখি আশু, মনে সুখের উদয়।
কিন্তু মুখ নিরখিয়া।
মনের অর্দ্ধেক সুখ, পড়িল খসিয়া।
সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল সংশয়॥
"অভীষ্ট সাধন হতো, এ মুখে হাঁসিত কত,
দুরদৃষ্টে বুঝি আশা, বিফল করিল॥"

---

"আশা-তরি ডুবেছে তুফানে।
কেমনে কহিব, এই কথা সুষমায়।
কেন লইলাম ভার।
বিবাহে করাব মত, গৃহিণী কর্ত্তার॥
হলোনা তা শুনাব যে দায়॥
এখন হবেনা বলা, পরে তার হবে সলা,"
এত ভাবি বিরজা, মিলিল এক স্থানে॥

---

না সুধাতে আপনি কহিল।
"পোড়া কাযে অবসর নাহি মরিবার।
মিছে কাযে গেছে কাল।
আজ সব কায সেরে, সকাল সকাল॥
শেষ করে লব সে কথার॥"
এই কথা কহে মুখে, হৃদয় দহে অসুখে,
সুষমা মনের ভাব, বুঝিতে নারিল॥

সুষমা কহিল, "এ কি কথা।
কাযে কাযে দিন গেল বুঝাও আমারে।
মিছা কথার কৌশল।
ভুলেছিলা সত্য কথা, প্রকাশিয়া বল॥
ভালবাসা বলে কি ইহারে?।
এ কায হলোনা বড়, অন্য কায হলো দড়,
কাযের মানুষ, কাজ করে কি অন্যথা?"॥

---

বিরজা উত্তর দিল হাসি।
"জানি আমি এ কথা, শুনিতে হবে শেষে।
তোর কাযে হেলা মোর?
এই কাযে এই বিবেচনা হলো তোর?।
এমন শুনিনি কোন দেশে॥
আজ কাল অন্য জন, হইয়াছে প্রিয়জন,
আমিও হ'লাম পর, ঘুচিয়া হিতাশী?।"

---

পরস্পর এরূপ প্রকারে।
কহিতে অনেক কথা, বেলা বেড়ে যায়।
বিরজা বিদায় লয়।
সুষমা বসিয়া ভাবে, ভাবি-পরিণয়॥
এই ভাবে সে দিন কাটায়॥
প্রতি দিন ছল ক'রে, বিরজা সময় হরে,

সুষমা কি করে, কষ্ট সহে বারে বারে॥

---

সুষমার মিলেছে দোষর ;
কহিয়া মনের কথা, নিবারয় দুখ ;
শরতের সঙ্গী নাই !
এক মনে এক ভাবে, ভাবে সর্ব্বদাই ॥
আহা তার সামান্য অসুখ ?।
আশা যার পিবে মধু, বহু দিন গত সুখ,
চক্ষে দেখা ভিন্ন, অন্য ঘটনা দুষ্কর॥

---

যার প্রিয়জন কাছে, পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে,
দুরাশা তারে কত দিন, ধ'রে বেঁধে রাখিবে ?
মন যে ছুটেছে তার, তারে কেবা রোধিবে ?॥
প্রাণ উড় উড় করে, মাথায় চাপিয়া ধরে,
সময় পাইলে, সে কি আর ঘরে থাকিবে ?
প্রিয়জন যেথা সেথা, উড়ে গিয়া বসিবে ॥

---

যা ভেবেছি হলো তাই, বিরজা কি বোঝে ছাই,
মিছা মিছি ছল করি, দিন নষ্ট করিল ।
এখন রাখুক ছলে, সুষমাত চলিল ॥
হাত বাড়াইলে পায়, প্রিয়জনে প্রেমদায়,
এতেও যে বাধা ছিল, দুরদৃষ্টে বাধিল ।

শুভাদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এত দিনে হইল !!

---

শরৎ বসিয়া ঘরে, যেই মূর্ত্তি ধ্যান করে,
একেবারে সেই মূর্ত্তি, পুরোভাগে দেখিল ;
সফল-সাধন-যোগানন্দ সুখে ভাসিল !!
আহ্লাদ ধরেনা গায়, আঁখি মন মোহ পায়,
সন্তোষ প্রকাশে হেন, কথা নাহি স্ফুরিল ;
স্বপন, কি সহজ, চিন্তায় ভ্রান্ত করিল !!

---

স্তম্ভ ভাব দরশনে, সন্দেহের আক্রমণে ;
অসুখ পশিতে চায়, সুখ তারে রোধিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবের সঙ্গে, প্রবেশিল আসিয়া ॥
ভালো বটে অভিসার, তবু না কি ললনার,
সরম পরম-বন্ধু, সাবধান করিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবেও আসি, রহে গুপ্ত হইয়া।

---

মৃদু হাসি মধু-স্বরে, "বিরজা কি নাই ঘরে ?
তবে কেন আসিলাম," ব'লে যেন ডরিয়া ;
দাঁতে দাঁতে জিহ্বা কাটি, ধনী যায় চলিয়া ॥
তখন শরৎ ভাবে, "বরদার বর লাভে,
বঞ্চিত হ'লাম, হাতে অধিষ্ঠাত্রী পাইয়া।"
ডেকে বলে কাতর, বিনয়ী ভাব ধরিয়া ॥

"বিরজা না থাক ঘরে, এ ঘর কিসের তরে ?
প্রতি যামিনীর প্রতিপদ-ধূলি পড়িতে।
বিশেষতঃ বিশেষ সম্বন্ধ তব সহিতে ॥
যারে বুঝি মোর তরে, বল নাহি যাই সরে ?
আমিত দেখেছি তারে, তোমা ভালবাসিতে।
ভালবাসা ফিরি যাবে, আমি পারি দেখিতে ?"

---

ইচ্ছা নয় যায় ছেড়ে, ভাব বুঝা নেড়ে চেড়ে
তার তরে গায়ে পড়ে, ধরা দেওয়া হবেনা।
কথাও শুনিবে কিন্তু, আগে কথা কবেনা।
এই হেতু ধনী ফিরে, আত্মপ্রতি কয় ধীরে,
"আসিবে ত থেকে দেখি, এলে বেশি রবেনা।
সেজে গুজে আমি পুনঃ গিয়ে আসা সবেনা ॥"

---

শরৎ আবার বলে, "আসি কেন যাও চলে ?
আসা যাওয়া বই, কভু বসা দেখা ঘটেনা।
বসিলেত ক্ষতি নাই, অপমান হবেনা ॥
কেহ কাঁরো বাড়ী এলে, এস, বস, সবে বলে,
তাই বারে বারে বলি, মন্দ ভাব লবেনা।
না বস বসনা কেন, বল মন বোঝেনা।?"

---

পুনঃ বলে সুলোচনা, "বিরজা বুঝি এলোনা,

তবে যাই এলে পরে, ফিরে নহে আসিব ?”
শরৎ বলিল, “বল তারে ডেকে আনিব ?।”
ধনী ছল ক্রোধে কয়, “এ ব্যাভার ভাল নয়,
অনেক সহেছি, পরে আর নাহি সহিব !
বিশ্বাসের কায এই ? বিরক্তায় কহিব ॥

এ হেন নির্জ্জন-ভূমি, একাকী বিদেশী তুমি,
একাকিনী মোরে, তুমি কত কথা কহিলে।
ভেবে দেখ কি ভাবিবে, লোকে ইহা শুনিলে ॥
আছ হেথা করি বাসা, তবু করি যাওয়া আসা,
বিশ্বাস করেছি, তুমি তাহাও না বুঝিলে।
বলিলে যে কথা, কোন্ সারল্যেতে বলিলে ?।”

---

শরৎ উত্তর করে, “অবিশ্বাসী বল মোরে,
অন্য লোক হ'লে পরে, কি জানি কি ভাবিত !
আমি নাকি ভালবাসি, তাই নহি দুঃখিত ॥
ভালবাসে যে যাহারে, কত কথা বলে তারে,
সে ভাল বাসিলে সে, কি. তায় করে দূষিত ?
যে ভাবের ভালবাসা, সে ভাবে সে বুঝিত ॥

---

যদি বল দেখে চোখে, কেন ভালবাসে লোকে,
বুঝাবার নহে, ভাল বাসিতে ত বুঝিতে !

কায নাই বুঝে, বুঝে হয় বড় সহিতে ৷৷
যদি বল কি কারণে, ভালবাসি হেন জনে,
আঁখি মন জানে, তাহা আমি নারি বলিতে ।
বলায় কি ফল, ব'লে যাব কত যাচিতে ?।"

---

এ কথা করি শ্রবণ, যেন সুষমার মন,
গ'লে দাঁড়াইয়া ফিরি, এল পুনঃ সেখানে ।
ছলে চ'লেছিল ধনী, হেথা হ'তে ওখানে ৷৷
নিকটে বাগান ছিল, তারি কাছে পালটিল,
ব'লে 'যদি আসিয়াছি, তুলি ফুল বাগানে ;
ফুল তোলা রোগ, ছেড়ে দিতে মন না মানে ৷৷"

বিরজা আড়ালে থাকি, দেখা শুনা নাহি বাকি,
কথা শুনি মনে মনে, বলে "ওলো বুঝেছি ?
কোন্ ফুল তোলো আজ, দেখিবারে রয়েছি ৷৷"
শরৎ কহিল পরে, "কি কায আয়াস ক'রে,
চাহ যদি দেই, কত তুলে ঘরে রেখেছি ?
আহা, তা তোমারি যোগ্য, যাহা আমি তুলেছি ৷৷"

---

এক বার কথা ক'য়ে, গেছে ভয়-ভাঙ্গা হ'য়ে,
উত্তর করিল ধনী, "কায কি সে ফুলেতে !
আমি কি সাধিব বাদ, অবিবাদ-সাধেতে ?।

কেহ আছে ভালবাসা, তাহারে তুষিতে আশা,
যতনে তুলেছ ফুল, লেগেছে যা মনেতে।
মন লাগা ফুল দিয়ে, ক্ষুণ্ণ হবে মনেতে ॥”

---

ভেবে এ কথার রাগ, রাগ নহে অনুরাগ,
বুঝিতে পারিয়া, শরতের শঙ্কা ঘুচিল।
এ ফুল অগাধ-জলে, এতক্ষণে জানিল ॥
হাসিয়া উত্তর দিল, “এ কথা জানা নাছিল,
মন তারে ছাড়ি রয়, যারে ভাল বাসিল।
তাহ’লে অন্যেরে ভালবাসিতে কি রহিল ?।”

---

এ কথার ভাবে ধীরা, ভাবেতে হ’লো অধীরা,
মধু-পান-ঘোরে যেন, মৌনবতী হইল।
শরৎ সম্মতি ভাবি, ফুলগুলি আনিল ?।
হাতে তুলে দিতে যায়, বিরজা আসি তথায়,
“সুধু ফুল কেন দাও, অপেক্ষা না সহিল ?
মালা গেঁথে দিই দাও,” বোলে হাত পাতিল ॥

---

বিরজা যে সব জানে, শরৎ তা জানেনা।
বড় লজ্জা হ’লো দেখে, হেঁট-মাথা তোলেনা ॥
বিরজা কহিল, “মাথা তোলো আর ভয় কি ?
লজ্জা তাড়াইয়া, প্রেম করা কারো হয় কি ।”

সুষমার অনুরাগ, ভাল মতে জেনেছি।
তব অনুরাগ, ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছি॥
অনুরূপ মিলিয়াছ, দেখে সুখী হ'য়েছি!
তাতেই আনন্দ কালে, যোগ দিতে এসেছি"॥
বিরজারে বাধা দিয়া, বিনোদিনী কহিল।
"মরিকি দুখের দুখী, সুখে সুখী আইল॥
যার রোগ তারেই, ঔষধ হ'লো খুজিতে
কিসের আত্মীয়, রহে কোন্ কাযে লাগিতে?॥
ঘটক হইয়া দিবে, ঘটকালী করিয়া।
আহা কি ঘটক, গুণে লগ্ন যায় বহিয়া॥
আড়ে ওড়ে কাটাইয়া, সমকাল দেখিয়া।
উলু দিতে আইলেন, ছুঁড়ী যেন ধাইয়া॥"
বিরজা কহিল, যার লগ্ন যায় বহিয়া।
কে না জানে সে, থাকেনা, ঘটকেরে চাহিয়া?॥
শুনেছি হয়না বিয়ে, লক্ষ কথা নহিলে।
এ বিবাহে হয়নাই, আজি তুমি কহিলে॥"
মধ্যে থাকি, শরৎ কহিল, "সে, কি, বিরজে!
তুমি থাকি ঘটক, দুর্য্যোগ কেন সহজে?॥"
বিরজা কহিল "আমি, ভাবিয়াছি হৃদয়ে।
প্রকাশ্যে বিবাহ দিব, সুখ হবে প্রণয়ে॥
কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতে না ঘটিল।
কন্যাপক্ষে মত করা, দায় হ'য়ে পড়িল॥"

সুষমা কহিল "ভাই, ভেঙ্গে কেন বলনা।
চেষ্টাও করিলে, কি করিবে ফল হ'লোনা !!
এখন উপায় কর, সব দিক্ ভাবিয়া।
ঠেকিতে হয়না যেন, কোন দায়ে পড়িয়া॥
হিতাশিনী তোর তুল্য, কেহ নাহি ভুবনে।
কহিনু পেটের কথা, দেখো রেখো স্মরণে।।"
বিরজা কহিল, "আমি প্রাণ-পণ ক'রেছি।
এ প্রেম বজায় জন্য, দৃঢ়-ব্রত হ'য়েছি॥
পরিণামে কি কর্ত্তব্য, ভাবিয়াছি আগেতে।
এখনো উপায় দেখি, প্রকাশ্য বিবাহেতে॥
ফলে তুমি ভেব'না, ভাবনা যা তা আমারি।
যাতে ভাল হয়, যুক্তি ব'লেদিব তাহারি॥"

---

যে যাহারে ভালবাসে, সেও ভালবাসে
সে যেমন তারে।
কেবল ইহাই জানি, যত সুখ অনুমানি,
পরিমাণ তাহারি, হইতে নাহি পারে॥
বেসি ভাল বাসে, জানি কি সুখ যে হয়।
কেবলিতে পারে? তাহা বলিবারি নয়॥

---

সেই সুখ প্রথমেই, শরতের মনে,
দরশন দিল।

কি ভাগ্য তাহার হায়, ভালবেসে সুষমায়,
আশার অতীত ফল, হঠাৎ পাইল ॥
কেমন স্বর্গীয় সুখ, জানেনা জজৎ।
জানিতে যে চাও, ভাব হইয়া শরৎ ॥

---

সুষমা, বিরজা, দোহাকার কথা শুনি,
শরতের মন।
আপনা পাসরে প্রায়, ভাবে সুষমা আমায়,
এত ভাল বাসে কেন, আমি কি এমন ?।
আমার লাগিয়া করে, এত আকিঞ্চন।
কে জানে যে আমি, হব সুষমা-রঞ্জন ?॥

---

আনন্দ হিল্লোলে, অবিরাম হৃদ্-পদ্ম,
লাগিল নাচিতে।
দেখি রসনা রসিল, তার কৌতুক বাড়িল,
সুষমায় সম্বোধিল কৌতুক করিতে ॥
"বিনোদিনি! সদয়া যখন, মোর প্রতি।
তখন উচিত মোর, বলা সুযুক্তি ॥

---

প্রসন্ন কপাল মোর, তাই মোর প্রতি,
অনুরাগ তব।
যদি না হয় বিবাহ, তবু হবেনা বিরহ,

নিতান্ত আমারি হবে, চেষ্টা তারি সব ॥
এ চেষ্টায় যোগ, নাহি দিলে মোরি ক্ষতি।
তা ব'লে কি, সুযুক্তি দিবনা যথা-মতি ?।

---

আমি কেন, তোমার মনকি, তা বলেনা ?
এ সব কাযেতে।
যা হয় তা হবে ব'লে, সহসা প্রবৃত্ত হ'লে,
পরিণামে মন্দ হ'লে, হবে দুঃখ পেতে ॥
বিশেষতঃ গুরুজনে, নাহি দিলে মত।
যে কায হোকনা কেন, হইবে বিরত ॥"

---

উত্তর করিল ধনী, চাহিনাই বিধি,
পণ্ডিতের কাছে।
প্রবৃত্তি দিয়াছে যেই, সে বিধি করিবে সেই,
যার কর্ম্ম, ভাল-মন্দ-বোধ, তার আছে ॥
কে জানেনা এ কথায় গূঢ়-ভাবে ভরা।
আত্ম-রুচি খাওয়া, আর পর-রুচি পরা ॥"

---

শরৎ কহিল পুনঃ "কর বিবেচনা,
স্থির করি মন।
কখন না চিন যারে, বিবাহ করিবে তারে,
জীবন, যৌবন, মন, করিয়া অর্পণ ॥

বর আমি, তবু শুনে, মোর কাঁপে হিয়া।
এ কায করিবে তুমি, কেমন করিয়া?।"

---

উত্তর করিল ধনী "ভয় যদি হয়,
রহ সাবধানে;
কি জানি কি ঘটে পাছে, এখনো সময় আছে,
উপযুক্ত যুক্তি লও স্বজনের স্থানে ॥
আমি ত মনের বাধ্য অবাধ্য এ মন।
রাখিতে পারেনা এ যে, স্বজনের মন ॥"

---

শরৎ কহিল, "আরো কহিতেছি হিত,
ভেবে দেখ মনে।
এমন সরল মন, বিদেশীরে সমর্পণ,
করিবে মনের মত, সুখের কারণে ॥
একেত বিদেশী, তাহে সন্ন্যাসী এখন।
ভ্রমিবে রবেনা হেথা, কি হবে তখন?।"

---

সুষমা কহিল, "কেন হব সন্ন্যাসিনী,
পতি-গতি সতী।
তাহা হ'তে মনো মত, সুখ কিসে আছে কত,
ভাগ্যে যদি থাকে হয় তেমন দম্পতী ॥
প্রণয়ে সেভাবে দুঃখ, নাহি ভাবে নারী।

পুরুষে কি ভাবে তাহা, বলিতে না পারি ॥"

---

শরৎ বলিল "যদি অসৎ সে হয় ?
মজাইয়া মন।
দারুণ লম্পট প্রায়, ছাড়ি পলাইয়া যায়,
কি দশা হইবে তবে, করনা চিন্তন ?।
তাই বলি যা করিবে ভেবে করা ভাল।
ক'লে পরে ফিরিবেনা, হইবে জঞ্জাল ॥"

সুষমা কহিল, "যার মন যে প্রকার,
তেমন সে করে।
সে যদি ত্যজিয়া যায়, ধরি কি রাখিব তায় ;
নয়ন হইতে যাবে, রাখিব অন্তরে ॥
তাহে এই জানা যাবে, সে ভালবাসেনা।
আমার যে ভালবাসা, তাহাত যাবেনা ॥

---

ইহাত পরম সুখ, আগেতে মিলন,
না হ'লে মিলন।
করিব রূপের ধ্যান, করিব নামের গান,
আমার এ ভালবাসা, হবেনা খণ্ডন ॥
মনসুক্ত ভালবাসা, অনুরোধে নয়।
বিধবা হ'লেও রবে, বাঁচি যে সময় ॥"

---

এ সকল কথা শুনি, শরতের মন,
আনন্দে নাচিল।
কেন না নাচিবে মন ? এমন নারী-রতন,
বিনা যতনেতে তার, প্রণয় যাচিল ।।
প্রকাশি কহিল, "যাহা ভাল বুঝ কর।
যে দেখি তোমার কায, সব স্বতন্তর ।।"

---

কথায় কথায় গেল, অনেক সময়,
বিরজা চেয়ায়।
"সুষমে ! সত্বর হও, আজিকে বিদায় লও,
আজিকার দেখা শুনা, এই হোক সায় ।।
যে কর্ত্তব্য কাল তার, হবে বিবেচনা।
এখন গৃহেতে চল, বিলম্ব ক'রোনা ।।"

---

বাধা প্রায়, বিরজার কথা, দিল বাধা,
না মানিলে নয়।
সন্ধ্যাকালে চক্রবাকী, সমান চঞ্চল আঁখি,
সুষমা শরতে কয়, "আসি রসময় ।।
মনে রেখ, যতক্ষণ থাকিব, অন্তরে।
মনে কিছু ক'রোনা কথিত কথান্তরে" ।।

---

শরৎ কহিল, "আজ এ বিচ্ছেদ-বায়,

বেঁচে যদি থাকি।
দেখা দিয়া পুনর্ব্বার, দেখো আছি কি প্রকার
ভুলনা এযোগে, এই কথা মনে রাখি'।
এই বলি গজ-গামি, করে দরশন।
ভাণু যেন চেয়ে দেখে, উদার গগন॥

---

সুতাল-সঙ্গত গান, ফুরালেও অনুমান
হয় যেন সেই তান, লাগিতেছে কানে
সুষমা নাহিক তথা, তবু যেন তাঁর কথা
হতেছে শ্রবণ-গতা, যেখানে সেখানে॥
সেই মূর্ত্তি অবিকল, সম্মুখে দেখিতেছে
সেই ভাব সচঞ্চল, প্রত্যক্ষ হতেছে।
এই ভাবে এতক্ষণ, শরৎ অনন্য-মন
নাহি জ্ঞান কতক্ষণ, দিনমান গেছে॥
রাত্রি হ'লো সমাগত, অনিদ্রায় মনোমত,
নিদ্রা-লাভে যুক্তি কত, রাখিল ভাবিয়া।
আবার দিবা উদয়, সেও যায় সন্ধ্যা হয়,
নীরজা হেন সময়, কহিল আসিয়া॥
"মা' বাপের অনুমতি, হয় অসম্ভব অতি
তাতেই এই যুকতি, সুষমা ক'রেছে।
এখানেও থাকা দায়, রবে রহিবে যথায়,
সঙ্গিনী হইতে চায়, চঞ্চলা হয়েছে॥

যদি হয় অভিমত, সুষমার মনোরথ,
প্রস্তুত হইলে পথ, দেহ দেখাইয়া।"
শরৎ কহিল হাসি, "চাও কি সম্পদ-রাশি,
দরিদ্রে জিজ্ঞাস আসি, আজল হইয়া?।
বিশেষ শুধাও ব'লে, প্রকাশিয়া কি কৌশলে,
গৃহ হ'তে যাবে চ'লে, গোপন করিয়া?"
বিরজা কহিল, "ছলে, তব সঙ্গে যাবে চ'লে,
কুম্ভীরে খাইল জলে, দিব রটাইয়া॥"
এ কথা কহিয়া পরে, শরতেরে সঙ্গে ক'রে,
আসি গঙ্গা তীর ধ'রে, যাইতে বলিয়া।
"অন্তরে অপেক্ষা ক'রে, সুষমা মিলিলে পরে,
চলিয়া যেও সত্বরে," কহে বুঝাইয়া॥
বিরজারে শিষ্টাচারে, কৃতজ্ঞতা জানাবারে,
শরৎ সাদরে তারে, অনেক কহিল।
বিরজা নিবারি তাঁয়, "কায নাই শিষ্টতায়,"
বলিয়া দিয়া বিদায়, বিদায় লইল॥
অনন্তর সুষমারে, সেই পথে যাইবারে,
কহিয়া জলের ধারে, আসি কাঁদি কয়।
"কে আছিস দৌড়ে আয়, আমাদের সুষমায়,
কুমীরেতে লয়ে যায়, উপায় কি হয়॥"
যে শুনে ধাইয়া আসে, কেহ গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে,
কহে রমাপতি পাশে এই সমাচার।

শুনি রমাপতি ধায়, জাল ফেলি হাতড়ায়,
শেষে হ'য়ে নিরুপায়, করে হাহাকার ॥
সকলের মনোরমা, রূপে গুণে নিরুপমা,
রমণী সুষমা সমা, ছিলনা তখন ॥
কাঁদি তথাকার লোক, অনেক করিল শোক,
রমাপতি নিরালোক দেখয়ে ভুবন ॥
এই শোক কিছু দিন, রহিল না হ'লো লীন,
কার শোক চিরদিন, সমভাবে রয় ?
তবে প্রিয়-পুত্র-শোক, আর প্রিয়-পতি-শোক,
আর প্রেয়সীর শোক, ভুলিবার নয় ॥
মা, বাপ, কন্যার তরে, কতদিন শোক করে ?
বিবাহ হয়নি পরে, কে'বা শোক করে।
দুই মাস ঘুরে এল, সকলেই ভুলে গেল,
রহিল বিচ্ছেদ-শেল, বিরজা-অন্তরে ॥

---